পারা ৩

﴿٢٥٣﴾ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ

২৫৩। তিল্কার্ রুসুলু ফাদ্দোয়াল্না-বা'দ্বোয়াহুম্ 'আলা-বা'দ্ব । মিন্হুম্ মান্ কাল্লামাল্লা-হু অরাফা'আ

(২৫৩) এ রাসূলদের কাউকে কারোও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাকেও উচ্চ

بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ

বা'দ্বোয়া-হুম্ দারাজ্বা-ত্; অ আ-তাইনা-'ঈসাব্না মার্ইয়ামাল্ বাইয়্যিনা-তি অআইইয়াদ্না-হু বিরূহিল্

মর্যাদা দিয়েছেন। আর ঈসা ইবনে মরিয়মকে প্রকাশ্য প্রমাণ দান করেছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য

الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ

ক্বুদুস্; অলাও শা — আল্লা-হু মাক্ব্তাতালাল্ লাযীনা মিম্ বা'দিহিম্ মিম্ বা'দি মা- জ্বা — আত্হুমুল্

করেছি আর আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে পরে যারা এসেছে তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও তারা

الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ

বাইয়্যিনা-তু অলা-কিনিখ্ তালাফূ ফামিন্হুম্ মান্ আ-মানা অমিন্হুম্ মান্ কাফার্;

যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না। কিন্তু তারা মতভেদ করল, ফলে কেউ ঈমান আনল, কেউ কাফের হয়ে গেল, ৩৩

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ ع

অলাও শা — আল্লা-হু মাক্ব্তাতালূ অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়াফ্'আলু মা-ইয়ুরীদ্।

আল্লাহ চাইলে তারা যুদ্ধ করত না; কিন্তু আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামতই করে থাকেন। ع ৫ ১ রুকু

﴿٢٥٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ

২৫৪। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ আন্ফিক্বূ মিম্মা-রাযাক্ব্না-কুম্ মিন্ ক্বাব্লি আইঁ ইয়া'তিয়া

(২৫৪) হে মু'মিনরা! ব্যয় কর, আমি যা দিয়েছি তা হতে, সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন

يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

ইয়াওমুল্লা-বাই'উন্ ফীহি অলা-খুল্লাতুওঁ অলা-শাফা-'আহ্; অল্কা-ফিরূনা হুমুজ জোয়া-লিমূন্।

বেচা-কেনা চলবে না, চলবে না কোন বন্ধুত্ব আর সুপারিশ। মূলতঃ অবিশ্বাসীরাই জালিম।

﴿٢٥٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي

২৫৫। আল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যূ-ম্; লা-তা'খুযুহূসিনাতুওঁ অলা-নাওম্; লাহূ মা-ফিস্

(২৫৫) আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী; তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, আর না নিদ্রা। আকাশ ও

টীকা ঃ আয়াত ঃ ২৫৪ ঃ এ আয়াতটিই আয়াতুল কুরসী। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফায়দা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে করীম (ছঃ) একে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) উবাই ইব্নে কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোরআনের মধ্যে কোন্ আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইব্নে কা'ব (রাঃ) আরজ করলেন, তা হলু আয়াতুল কুরসী। রাসূলুল্লা (ছঃ) তা সমর্থন করে বলেন, হে আবুল মানযার! তোমাকে তোমার উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। নবী করীম (ছঃ) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে তার জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন বাধা থাকে না।' অর্থাৎ মৃত্যুর পরপরই সে জান্নাতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ ভোগ করতে আরম্ভ করবে। (মাঃ কোঃ)

ওয়াক্বফে লাযেম

السموت وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم

সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব; মান্ যাল্লাযী ইয়াশ্‌ফা'উ 'ইন্‌দাহূ ~ ইল্লা-বিইয্‌নিহ্; ইয়া'লামু
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁরই। এমন কে আছে, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাঁর অনুমতি ছাড়া, তিনি

ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء

মা-বাইনা আইদী হিম্ অমা-খাল্‌ফাহুম্ অলা-ইয়ুহীতূ্‌না বিশাইয়িম্ মিন্ 'ইলমিহী ~ ইল্লা-বিমা-শা — আ,
তাদের অগ্র-পশ্চাতের সবকিছু জানেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই কেউ আয়ত্ত করতে পারে না।

وسع كرسيه السموت والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم

অসি'আ কুর্‌সি ইয়্যু হুস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আরদ্বোয়া, অলা-ইয়ায়ূদুহূ হিফ্‌জুহুমা-, অহুআল্ 'আলিয়্যুল্ 'আজীম্।
তাঁর আসন আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত। এদের হেফাজতে তাঁর কোন কষ্ট হয় না। তিনি সমুন্নত, মহামহিম।

(٢٥٦) لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر

২৫৬। লা ~ইকরা-হা ফিদ্দীনি ক্বাত্ তাবাইয়্যানার রুশ্‌দু মিনাল্ গাইয়্যি, ফামাইঁ ইয়াক্‌ফুর্
(২৫৬) দ্বীনে কোন জবরদস্তি নেই। অবশ্যই-সত্যপথ ভ্রান্তপথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি

بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

বিত্ত্বোয়াগূতি অইয়ু"মিম্ বিল্লা-হি ফাক্বাদিস্ তাম্‌সাকা বিল্ 'উর্‌ওয়াতিল্ উছ্‌ক্বা–লান্‌ফিছোয়া-মা লাহা-;
তাগুতকে বিশ্বাস না করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে ব্যক্তি এমন এক শক্ত রশি ধারণ করে; যা ছিন্ন হয় না,

والله سميع عليم (٢٥٧) الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمت الى

অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ২৫৭। আল্লা-হু অলিয়্যুল্লাযীনা আ-মানূ ইয়ুখ্‌রিজু্‌হুম্ মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্
আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (২৫৭) আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে বের করে আনেন অন্ধকার হতে

النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى

নূর্; অল্লাযীনা কাফারূ ~ আওলিয়া — উহুমুত্ত্ব ত্বোয়া-গূতু ইয়ুখ্‌রিজূ্‌নাহুম্ মিনান্ নূরি ইলাজ্
৩৪ আলোর দিকে। আর তাগুত হল কাফেরদের অভিভাবক। এরা তাদেরকে বের করে অন্ধকারের দিকে

ع ৪ ২ রুকু

الظلمت اولئك اصحب النار هم فيها خلدون (٢٥٨) الم تر الى الذي

জুলুমা-ত্; উলা — য়িকা আছ্‌হা-বুন্ না-রি, হুম্ ফীহা-খা-লিদূন্। ২৫৮। আলাম্ তারা ইলাল্লাযী
নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৫৮) ঐ ব্যক্তিকে কি দেখেন নি, যে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৫৬ঃ জাহেলিয়াতের যুগে বন্ধ্যা নারীরা এরূপ মানত করত, "যদি আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মে, তবে তাকে ইহুদী বানিয়ে দেব।" বনি নজীরের ইহুদীদেরকে যখন দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়, তখন আনছার মুসলমানদের কতিপয় ছেলে–যারা উক্ত মানত প্রথা অনুসারে ইহুদী হয়ে তথায় বিদ্যমান ছিল, তাদের মাতা-পিতা জোরপূর্বক তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে রেখে দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অন্য বর্ণনা মতে, হযরত হোসাইন আনসারীর দুপুত্র ছিল খ্রিস্টান; কিন্তু তিনি ছিলেন মুসলমান। পুত্রদ্বয়কে জোরপূর্বক মুসলমান বানিয়ে নিয়ে যেতে পারে কি না, এ মর্মে তিনি হুযূর (ছঃ)-এর নিকট জানতে চাইলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ওয়াকুফে নাবেয়েম

حَاجَّ إِبْرٰهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي

হা — জ্জা ইব্রা-হীমা ফী রাব্বিহী ~ আন্ আ-তা-হুল্লা-হুল্ মুল্‌ক্; ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু রব্বিয়াল্লাযী

ইব্রাহীমের সাথে রবের ব্যাপারে তর্ক করেছিল? এ কারণে যে, আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব দিলেন, যখন ইব্রাহীম বলল, আমার রব তিনি

يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرٰهِيمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي

ইয়ুহ্‌য়ী অইয়ুমীতু ক্বা-লা আনা উহ্‌য়ী অউমীত্; ক্বা-লা ইব্রা-হীমু ফাইন্নাল্লা-হা ইয়া''তী

যিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। সে বলল, আমিও জীবন-মৃত্যু দেই। ইব্রাহীম বলল, আল্লাহ তো সূর্যকে

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّٰهُ

বিশ্‌শাম্‌সি মিনাল্ মাশ্‌রিক্বি ফা"তি বিহা-মিনাল্ মাগরিবি ফাবুহিতাল্লাযী কাফার্; অল্লা-হু

পূর্বদিকে উদিত করেন, তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও। কাফের হতভম্ব হয়ে গেল[১]। আল্লাহ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿٢٥٩﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى

লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাজ্ জোয়া-লিমীন্। ২৫৯। আওকাল্লাযী মার্‌রা 'আলা-ক্বার্‌ইয়াতিওঁ অহিয়া খা-ওয়িইয়াতুন্ 'আলা-

যালিমদেরকে সুপথ দেখান না। (২৫৯) অথবা তুমি কি দেখনি যে সে ব্যক্তি এক গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিল, যার ঘরগুলো

عُرُوشِهَا قَالَ أَنّٰى يُحْيِي هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ

'উরূশিহা-,ক্বা-লা আন্না-ইয়ুহ্‌য়ী হা-যিহিল্লা-হু বা'দা মাওতিহা-, ফাআমা-তাহুল্লা-হু মিআতা 'আ-মিন্

ছাদসমূহের ওপর পড়েছিল; বলল, আল্লাহ কিভাবে একে মৃত্যুর পর জীবিত করবেন? আল্লাহ তাকে একশ' বছর মৃত রাখলেন,

ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ

ছুম্মা বা'আছাহ্; ক্বা-লা কাম্ লাবিছ্‌ত্; ক্বা-লা লাবিছ্‌তু ইয়াওমান্ আও বা'দ্বোয়া ইয়াওম্; ক্বা-লা বাল্ লাবিছ্‌তা

তারপর জীবিত করলেন; বললেন, "কতদিন ছিলে?" সে বলল, "একদিন বা এক দিনের কিছু অংশ।" বললেন, বরং

مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلٰى حِمَارِكَ وَ

মিআতা 'আ-মিন্ ফান্‌জুর্ ইলা-ত্বোয়া'আ-মিকা অশারা-বিকা লাম্ ইয়াতাসান্নাহ্; ওয়ান্‌জুর্ ইলা-হিমা-রিকা অ

একশ' বছর ছিলে। তুমি তোমার খাদ্য ও পানীয় বস্তুর প্রতি তাকাও তা অবিকৃতই আছে। তোমার গাধা দেখ, তোমাকে

لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا

লিনাজ্‌ʼআলাকা আ-ইয়াতাল লিন্না-সি ওয়ান্‌জুর্ ইলাল্ 'ইজোয়া-মি কাইফা নুন্‌শিযুহা-ছুম্মা নাক্‌সূহা-লাহ্‌মা;

মানব জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করব আর হাড়গুলোর দিকে দেখ, কিভাবে সেগুলোকে জোড়া লাগাই এবং গোশ্ত দিয়ে আবৃত করি;

আয়াত-২৫৮ ঃ টীকা-১। এখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও নমরূদের পারস্পরিক বিতর্কের যে ঘটনা ঘটেছিল এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। নমরূদকে ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আমার রব জীবন ও মৃত্যুর মালিক। উত্তরে নমরূদ দুজন হাজতীকে বুদ্ধি এনে একজনকে হত্যা এবং অপরজনকে মুক্তি দিয়ে বলল, দেখ আমিও তা পারি। ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদের স্থূল দেখে তার উপযোগী একটি প্রমাণ পেশ করলেন। বললেন, আমার রব পূর্ব দিকে সূর্য উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিকে উদিত করে দেখাও। নমরূদ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অবশ্য সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করতে পারত যে, তোমার রবকেই বরং পশ্চিম দিক হতে সূর্যকে উদিত করে দেখাতে বল। কিন্তু সে তা এজন্য বলেনি যে, জবাবে যদি ইব্রাহীম (আঃ) তাই দেখাতেন, তবে নমরূদের সমস্ত গোমর ফাঁস হয়ে যেত। (বঃ কোঃ)

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦٠﴾ وَاِذْ قَالَ

ফালাম্মা-তাবাইয়্যানা লাহূ ক্বা-লা আ'লামু 'আন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২৬০। অইয্ ক্বা-লা

যখন তার সামনে স্পষ্ট হল, তখন সে বলল, বুঝলাম নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। (২৬০) যখন ইব্রাহীম বললেন,

اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ۭ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۭ قَالَ بَلٰى

ইব্রা-হীমু রব্বি আরিনী কাইফা তুহ্য়িল মাওতা; ক্বা-লা আওয়ালাম্ তু''মিন্; ক্বা-লা বালা-

হে রব! কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন, একটু দেখান। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? (ইব্রাহীম) বললেন, অবশ্যই,

وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ۭ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ

অলা-কিল্ লিইয়াত্ব্মায়িন্না ক্বল্বী; ক্বা-লা ফাখুয্ আরবা'আতাম্ মিনাত্ব ত্বোয়াইরি ফাছুরহুন্না ইলাইকা ছুম্মাজ্

তবে মনের প্রশান্তির জন্য। বললেন, চারটি পাখি ধরে আন এবং সেগুলোকে পোষ মানাও। অতঃপর সেগুলোর দেহের

اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ۭ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ

'আল্ 'আলা-কুল্লি জ্বাবালিম্ মিন্হুন্না জু্য়্যান্ ছুম্মাদ্'উহুন্না ইয়া'তীনাকা সা'ইয়া-; অ'লাম্ আন্নাল্লা-হা'

এক একটি অংশ এক এক পাহাড়ে রাখ, অতঃপর ডাক তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ

৩৫ ع ৩ রুকু

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

আযীযুন্ হাকীম্। ২৬১। মাছালুল্লাযীনা ইয়ুন্ফিক্বূনা আম্ওয়া-লাহুম্ ফী সাবীলিল্লা-হি কামাছালি হাব্বাতিন্

পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (২৬১) যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন ব্যয় করে, তাদের উপমা এমন একটি বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে

اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۭ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ ۭ

আম্বাতাত্ সাব্'আ সানা-বিলা ফী কুল্লি সুম্বুলাতিম্ মিয়াতু হাব্বাহ্; অল্লা-হু ইয়ুদ্বোয়া-'ইফু লিমাইঁ ইয়াশা — উ

এবং প্রত্যেক শীষে একশ' শস্য বীজ হয়, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়,

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٢﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ

অল্লা-হু ওয়া-সি'উন 'আলীম্। ২৬২। আল্লাযীনা ইয়ুন্ফিক্বূনা আম্ওয়া-লাহুম্ ফী সাবীলিল্লা-হি ছুম্মা লা-ইয়ুত্বি'উনা

মহাজ্ঞানী। (২৬২) যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তারপর ঐ ব্যয়ের কথা বলে বেড়ায় না

مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

মা~ আন্ফাক্বূ মান্নাওঁ অলা~ আযাল্লাহুম্ আজ্বরুহুম 'ইন্দা রব্বিহিম্, অলা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্

ও কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য রয়েছে রবের নিকট হতে পুরস্কার; তাদের কোন ভয় নেই, আর নেই

আয়াত ঃ ২৬১ ঃ যারা আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের উপমা এমন যেমন কেউ গমের একটি দানা উর্বর ভূমিতে বপন করল। ঐ দান হতে একটি চারাগাছ গজাল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। অর্থাৎ একটি দানা হতে সাতশ দানা জন্মিল। তবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, উক্ত ব্যয় হতে কাঙ্খিত ফল লাভ করতে হলে নিম্নের শর্তসমূহ পূর্ণ করতে হবে। (১) সম্পদ হালাল হতে হবে। (২) যে দান করবে তার উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে। (৩) খরচের খাত যোগ্য হতে হবে। (৪) দান করার পর অনুগ্রহ করেছে এমন ধারণা পোষণ করতে পারবে না এবং (৫) গ্রহীতাকে ঘৃণা করা যাবে না। উল্লিখিত শর্তাবলী পুরণে ব্যর্থ হলে দানের সুফল আশা করা যায় না। (মাঃ কোঃ)

يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٣﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ

ইয়াহ্‌যানূন্। ২৬৩। ক্বাওলুম্ মা'রূফুওঁ অ মাগ্‌ফিরাতুন্ খাইরুম্ মিন্ ছদাক্বাতিইঁ ইয়াত্‌বা'উহা ~ আযান্ অল্লা-হু

কোন চিন্তা। (২৬৩) ভাল কথা বলে দেয়া, ক্ষমা চাওয়া, যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তদপেক্ষা উত্তম; আল্লাহ

غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٤﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ

গানিয়্যুন্ হালীম্। ২৬৪। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তুব্‌ত্বিলূ ছদাক্বা-তিকুম্ বিল্‌মান্নি অল্‌আযা-

সম্পদশালী, সহনশীল। (২৬৪) হে মুমিনরা! তোমরা দানের কথা প্রচার করে ও কষ্ট দিয়ে দানকে ধ্বংস করো না-

كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ

কাল্লাযী ইয়ুন্‌ফিক্বু মা-লাহূ রিয়া — আন না-সি অলা-ইয়ু"মিনু বিল্লা-হি অল্‌ইয়াওমিল্ আ-খির; ফামাছালুহূ

ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না।

كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ

কামাছালি ছোয়াফ্‌ওয়া-নিন্ 'আলাইহি তুরা-বুন্ ফাআছোয়া-বাহূ ওয়া-বিলুন্ ফাতারাকাহূ ছোয়াল্‌দা-; লা-ইয়াক্বি দিরূনা 'আলা-

যার উপমা একটি মসৃণ পাথরের ন্যায় যার ওপর সামান্য মাটি ছিল, তারপর প্রবল বৃষ্টি হল; ফলে তা পরিষ্কার হয়ে গেল;

شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٥﴾ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ

শাইয়িম্ মিম্মা-কাসাবূ; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাল্ কা-ফিরীন্। ২৬৫। অমাছালুল্ লাযীনা

এরা তাদের উপার্জিত ধন দ্বারা কিছুই করতে পারবে না; আল্লাহ কাফেরদেরকে সুপথ দেখান না। (২৬৫) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি

يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ

ইয়ুন্‌ফিক্বূ না আম্‌ওয়া-লাহুমুব্ তিগা — আ মার্‌দ্বোয়া-তিল্লা-হি অতাছ্বীতাম মিন্ আন্‌ফুসিহিম্ কামাছালি জ্বান্নাতিম্

কামনায় ও স্বীয় মনকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উঁচু ভূমির বাগানের ন্যায়

بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۖ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ

বিরাব্‌ওয়াতিন্ আছোয়া-বাহা-ওয়া-বিলুন্ ফাআ-তাত্ উকুলাহা-দ্বি'ফাইনি, ফাইল্ লাম্ ইয়ুছিব্‌হা-ওয়া-বিলুন্ ফাত্বোয়াল্;

যাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে ফসল দ্বিগুণ ফলে; আর প্রবল বৃষ্টি না হলেও শিশির পাতই যথেষ্ট;

وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٦﴾ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَ

অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা বাছীর্। ২৬৬। আইয়াআদ্দু আহাদুকুম্ আন্ তাকূনা লাহূ জ্বান্নাতুম্ মিন্ নাখীলিওঁ অ

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (২৬৬) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও

আয়াত-২৬৩ ঃ আর্থিক অক্ষমতা ও ওযরের সময় যাঞ্ছাকারীর জবাবে কোন সংগত কারণ বলে দেওয়া এবং যাঞ্ছাকারী খারাপ আচরণ করলে বা রাগান্বিত হলে তাকে মাপ করা সেই দানকারীর চেয়ে উত্তম যে গ্রহীতাকে দানের পর কষ্ট দেয়। আল্লাহ্ তাআ'লা সম্পদশালী ও ধৈর্যশীল। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি ব্যয় করে সে স্বীয় উপকারের জন্যই করে। সুতরাং ব্যয় করার সময় প্রত্যেক লোকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারো প্রতি তার অনুগ্রহ নেই। স্বীয় উপকারের জন্যই সে ব্যয় করছে। দান গ্রহীতার নিকট থেকে কোনরূপ অকৃতজ্ঞতা বুঝা গেলেও তাকে আল্লাহর রীতির অনুসারী হয়ে মাফ করা প্রয়োজন। (মাঃ কোঃ)

أَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۙ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَأَصَابَهُ

আ'না-বিন্ তাজ্ব্ রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা- রু লাহূ ফীহা-মিন্ কুল্লিছ্ ছামারা-তি অআছোয়া-বাহুল্
আঙ্গুর বাগান হোক, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত এবং ওতে সব ধরনের ফল থাকে, আর সে বার্ধক্যে পৌছে আর তার

الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ

কিবারু অলাহূ যুর্রিইয়্যাতুন্ দ্বু'আফা — উ ফাআছোয়া-বাহা ~ ই'ছোয়া-রুন্ ফীহি না-রুন্ ফাহ্তারাক্বাত্; কাযা-লিকা
থাকবে সন্তানাদি, সে থাকবে অক্ষম, অতঃপর ঐ বাগানে প্রবল অগ্নিঝড় বয়ে সব ভস্মীভূত হয়ে যায়? আল্লাহ এভাবে

৩৬
ع ৬ 4 রুকু

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا

ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি লা'আল্লাকুম্ তা তাফাক্কারূন্ ।২৬৭। ইয়া~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ~ আন্ফিকু
তোমাদের জন্য নিদর্শনাদি ব্যাখ্যা করেন, যেন ভাবতে পার। (২৬৭) হে মুমিনরা! তোমরা ব্যয় কর উৎকৃষ্ট বস্তু

مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ

মিন্ ত্বোয়াইয়্যিবা-তি মা-কাসাব্তুম্ অমিম্মা~ আখ্রাজ্ব্ না-লাকুম্ মিনাল্ আর্দ্বি অলা-তাইয়াম্মামুল্ খাবীছা
ব্যয়ের ইচ্ছা তোমাদের সম্পদ হতে যা উপার্জন কর আর যা আমি ভূমি হতে উৎপন্ন করে দেই তা হতে। মন্দ জিনিস

مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

মিন্হু তুন্ফিক্বূনা অলাস্তুম্ বিআ-খিযীহি ইল্লা~ আন্ তুগ্মিদ্বূ ফীহ্; অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা গানিইয়্যুন্
ব্যয় করো না। অথচ তোমরা তা গ্রহণ করার নয় যদি না চক্ষু বন্ধ কর। জেনে রাখ, আল্লাহ ধনবান

حَمِيْدٌ ﴿٢٦٨﴾ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً

হামীদ্ ।২৬৮। আশ্ শাইত্বোয়া-নু ইয়া'ইদুকুমুল্ ফাক্ব্ রা অইয়া"মুরুকুম্ বিল্ফাহ্শা ~ 'ই অল্লা-হু ইয়া'ইদুকুম্ মাগ্ফিরাতাম্
প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে গরীবির ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা

مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٩﴾ يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ

মিন্হু অফাদ্বলা-; অল্লা-হু ওয়া-সি'উন্ 'আলীম্। ২৬৯। ইয়ু"তিল্ হিক্মাতা মাঁই ইয়াশা — উ, অমাঁই ইয়ু"তাল্
ও করুণার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন [২] আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী। (২৬৯) যাকে ইচ্ছা হিকমাত দান করেন, যে হিকমাত প্রাপ্ত হয়,

الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٧٠﴾ وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ

হিক্মাতা ফাক্বদ্ ঊতিয়া খাইরান্ কাছীরা-; অমা-ইয়ায্যাক্কারু ইল্লা~ উলুল্ আল্বা-ব্। ২৭০। অমা~ আন্ফাক্বতুম্
সে তো প্রচুর কল্যাণপ্রাপ্ত হয়; আর জ্ঞানী ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। (২৭০) আর তোমরা যা

আয়াত ঃ ২৬৭ ঃ পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে দান-খয়রাত কবুল হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যায়। (১) সম্পদ হালাল হওয়া, (২) সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করা, (৩) ছহীহ্ খাতে ব্যয় করা, (৪) দানি করে অনুগ্রহ প্রকাশ না করা, (৫) গ্রহীতাকে হেয়-প্রতিপন্ন না করা এবং অন্য কোনভাবে কষ্ট না দেয়া ও (৬) বিশুদ্ধ নিয়তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা। (মাঃ কোঃ) টীকা-২। আয়াত-১৬৮ঃ যখন কারো মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, দান খয়রাত করলে গরীব হয়ে যাব, তখন বুঝতে হবে যে, এ প্ররোচনা শয়তানের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যার মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দান-খয়রাতে গুনাহ মাফ হবে এবং ধন-সম্পদও বেড়ে যাবে এবং বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে এটি আল্লাহর পক্ষ হতে। (মাঃ (কোঃ)

مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

মিন্ নাফাক্বাতিন্ আও নাযার্তুম্ মিন্ নায্রিন্ ফাইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামুহ্; অমা-লিজজোয়া-লিমীনা মিন্ আন্ছোয়া-র্।

কিছু দান কর বা যা কিছু মান্নত কর, আল্লাহ তা সম্যক অবগত; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(٢٧١) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ

২৭১। ইন্ তুব্দুছ ছদাক্বা-তি ফানি'ইম্মা-হিয়া ,অইন্ তুখ্ফূহা-অতু"তূ হাল্ ফুক্বারা —আ ফাহুওয়া

(২৭১) তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তা-ও ভাল, যদি গোপনে কর এবং গরীবকে প্রদান কর, তবে তোমাদের

خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧٢) لَيْسَ عَلَيْكَ

খাইরুল্লাকুম; অইয়ুকাফ্ফিরু 'আনকুম্ মিন্ সাইয়্যিআ-তিকুম্; অল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর্। ২৭২। লাইসা 'আলাইকা

জন্য উত্তম; আর তোমাদের পাপ মোচন করবেন; আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (২৭২) তাদেরকে

هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ

হুদা-হুম্ অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা —উ; অমা-তুন্ফিক্বূ মিন্ খাইরিন্ ফালিআন্ফুসিকুম্;

সৎপথে আনা আপনার দায়িত্ব নয়,বরং আল্লাহ যাকে চান সৎপথ দেখান। তোমাদের দান তোমাদের জন্যই;

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ

অমা-তুন্ফিক্বূনা ইল্লাব্তিগা —আ অজ্হিল্লা-হ্; অমা-তুন্ফিক্বূ মিন্ খাইরিইঁ ইয়ুঅফ্ফা ইলাইকুম্ অআন্তুম্

উপকারার্থেই এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই দান কর। আর যা কিছু তোমরা দান কর, পূর্ণ ফল পাবে;

لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٣) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا

লা-তুজ্লামূন্। ২৭৩। লিল্ ফুক্বারা — য়িল্লাযীনা উহ্ছিরূ ফী সাবীলিল্লা-হি লা-ইয়াস্তাত্বী'উনা দ্বোয়ার্বান্

তোমাদের উপর অবিচার করা হবে না। (২৭৩) (এ দান) আল্লাহর পথে নিয়ুক্ত দরিদ্রদের জন্য, যারা জীবিকার সন্ধানে চলতে পারে

فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

ফিল্ আর্দ্বি ইয়াহ্সাবুহুমুল্ জ্বা-হিলু আগ্নিয়া —আ মিনাত তা'আফ্ফুফি, তা'রিফুহুম্ বিসীমা-হুম্,

না[১], যমীনে তারা হাত পাতে না বলে অজ্ঞরা তাদেরকে ধনী মনে করে; আপনি তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবেন;

এক চতুর্থাংশ ● ৩৭

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٤) الَّذِينَ ع ৭ ৫

লা-ইয়াস্আলূনান্না-সা ইল্হা-ফা-; অমা-তুন্ফিক্বূ মিন্ খাইরিন ফাইন্নাল্লা-হা বিহী 'আলীম্। ২৭৪। আল্লাযীনা রুকু

তারা ব্যাকুলভাবে স্বীয় অবস্থা মানুষের কাছে বর্ণনা করে না। তোমাদের ব্যয় সম্বন্ধে আল্লাহ ভাল জানেন। (২৭৪) যারা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৭২ ঃ হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে বিনতে ওমাইজ যখন পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তখন তাঁর মা ও দাদী যারা তখনও মুশরিক ছিলেন, তারা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট হতে কিছু দানস্বরূপ ভাতার প্রার্থী হলেন। তখন তিনি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্তকারীদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়; অর্থাৎ অভাবীদেরকে সাহায্য করা যে কোন অবস্থায় হোক না কেন ছওয়াবের কাজই হবে, যাঞ্চাকারী যে ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন। টীকা - ১। এখানে মসজিদে নববীতে অবস্থানরত গরীব সাহাবীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে; তাদেরকে 'আছহাবে ছোফ্ফা' বলা হত, সুদ যে খায়, যে দেয়, যে লেখে এবং যে সাক্ষী ও জিম্মাদদার সকলেই জাহান্নামী।

يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ

ইয়ুন্‌ফিক্বূনা আম্‌ওয়া-লাহুম্ বিল্লাইলি অন্নাহা-রি সির্‌রাওঁ অ'আলা-নিয়াতান্ ফালাহুম্ আজ্‌রুহুম্ 'ইন্‌দা
আপন ধন সম্পদ রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে দান করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট পুরস্কার,

ওয়াক্বফে মনযিল

رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٥﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰا لَا

রব্বিহিম্, অলা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্। ২৭৫। আল্লাযীনা ইয়া'কুলূনার্ রিবা-লা
তাদের কোন ভয় নেই, নেই কোন চিন্তা। (২৭৫) যারা সুদ খায় তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাকে

يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

ইয়াক্বূমূনা ইল্লা–কামা–ইয়াক্বূমুল্ লাযী ইয়াতাখাব্বাত্বুহুশ্ শাইত্বোয়া-নু মিনাল্ মাস্; যা-লিকা বিআন্নাহুম্
শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দেয়। তা এজন্য যে, তারা বলে–"ক্রয়-বিক্রয় সুদের মত,

ওয়াক্বফে গায়েম

قَالُوٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰا م وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا ط فَمَن

ক্বা-লূ~ ইন্নামাল্ বাই'উ মিছ্‌লুর্ রিবা–। অআহাল্লাল্লা-হুল্ বাই'আ অহার্‌রামার্ রিবা-; ফামান্
অথচ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে রবের পক্ষ হতে নির্দেশ

جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَانتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ

জ্বা—আহূ মাও'ই জোয়াতুম্ মির রব্বিহী ফান্‌তাহা-ফালাহূ মা-সালাফ্; অআম্‌রুহূ~ ইলাল্লা-হ্; অমান্ 'আ-দা
আসার পর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে, তবে অতীতের সব তারই। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর ন্যস্ত, যারা পুনরায়

فَأُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٦﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوٰا وَيُرْبِى

ফাউলা—য়িকা আছ্‌হা-বুন না-রি হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ২৭৬। ইয়াম্‌হাক্বুল্লা-হুর রিবা-অইয়ুর্‌বিছ্
সুদ গ্রহণ করবে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২৭৬) আল্লাহ সুদকে ধ্বংস ও দানকে বর্ধিত

الصَّدَقَٰتِ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

ছাদাক্বা-তি; অল্লা-হু লা-ইয়ুহিব্বু কুল্লা কাফ্‌ফা-রিন্ আছীম্। ২৭৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্
করেন। আল্লাহ কোন পাপী কাফেরকে পছন্দ করেন না। (২৭৭) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে

الصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ج وَلَا

ছোয়া-লিহা-তি অআক্বা-মুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা লাহুম্ আজ্‌রুহুম্ 'ইন্‌দা রব্বিহিম্ অলা-
ও নামায কায়েম করে আর যাকাত দেয়, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার আছে; তাদের নাই

টীকা-১। শানেনুযূল ঃ আয়াত- ২৭৫ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁর নিকট চারটি দিরহাম ছিল; তার মধ্যে তিনি একটি দিরহাম দিনে, একটি দিরহাম রাতে আর একটি দিরহাম প্রকাশ্যে ও একটি দিরহাম গোপনে দান করেন। (ইবনে জারীর, তাবারানী)

অপর এক বর্ণনায় আছে, একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) দশ হাজার দেরহাম দিনে, দশ হাজার দেরহাম রাতে, দশ হাজার দেরহাম প্রকাশ্যে আর দশ হাজার দেরহাম গোপনে মোট চল্লিশ হাজার দেরহাম দান করেন। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হল। (মাঃ কোঃ)

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا

খাওফুন্ 'আলাইহিম্, অলা-হুম ইয়াহ্‌যানূন্। ২৭৮। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুত্তাক্বু ল্লা-হা অযারূ
কোন ভয়, নেই কোন চিন্তা। (২৭৮) হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় কর,

مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٩﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ *

মা-বাক্বিয়া মিনার্ রিবা~ ইন্ কুন্‌তুম্ মু''মিনীন্। ২৭৯। ফাইল্লাম্ তাফ্‌আলূ ফা''যানূ বিহার্‌বিম্ মিনাল্লা-হি
বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও যদি মু'মিন হও। (২৭৯) অন্যথা আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের

﴿٢٨٠﴾ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

অরাসূলিহী, অইন্ তুব্‌তুম্ ফালাকুম্ রুয়ূসু আম্‌ওয়া-লিকুম্, লা-তাজ্‌লিমূনা অলা-তুজ্‌লামূন্।
বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা জেনে রাখ, যদি তওবা কর, তবে মূলধন পাবে। তোমরা অত্যাচার করবে না, আর অত্যাচারিত হয়ো না।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ

২৮০। অইন্ কা-না যু'উস্‌রাতিন্ ফানাজিরাতুন্ ইলা-মাইসারাহ্; অআন্ তাছোয়াদ্দাক্বূ খাইরুল্লাকুম্ ইন্
(২৮০) আর সে অভাবী হলে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া প্রয়োজন, মাফ করা হলে আরো উত্তম হবে, যদি

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ

কুন্‌তুম্ তা'লামূন্। ২৮১। অত্তাক্বূ ইয়াওমান্ তুর্‌জা'উনা ফীহি ইলাল্লা-হি ছুম্মা তুওয়াফ্‌ফা-কুল্লু
তোমরা বুঝ। (২৮১) আর সেদিনের ভয় কর, যেদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, তখন প্রত্যেকের ৩৮

نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ ع ৪ ৬ রুকু

নাফ্‌সিম্ মা-কাসাবাত্ অহুম্ লা-ইয়ুজ্‌লামূন। ২৮২। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ~ ইযা-তাদা-ইয়ানতুম্
কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে, জুলুম করা হবে না। (২৮২) হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট

بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

বিদাইনিন্ ইলা~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান ফাক্‌তুবূহ্; অল্‌ইয়াক্‌তুব্ বাইনাকুম্ কা-তিবুম্ বিল্‌'আদ্‌লি
সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন লিখে রাখ। অথবা কোন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দেয়।

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي

অলা-ইয়া''বা কা-তিবুন্ আইঁ ইয়াক্‌তুবা কামা-'আল্লামাহুল্লা-হু ফাল্‌ইয়াক্‌তুব্, অল্‌ইয়ুম্‌লিলিল্লাযী
লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে; আল্লাহ যেমন শিক্ষা দিয়েছেন তেমন লিখবে; দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যেন

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৭৮ ঃ বর্বর যুগে ধনী আমর ছকফী বনী মুগীরা মখযুমীর সাথে সুদী কারবার করত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন সুদ হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, তখন বনী আমর এ শর্তে চুক্তি করল যে, তাদের অতীত প্রাপ্য সুদ পূর্ব প্রথা অনুযায়ী আদায় করতে হবে। আর তাদের নিকট অন্যের প্রাপ্য সুদ মাপ হয় যাবে। অতঃপর তারা বনী মুগীরা হতে তাদের অতীত প্রাপ্য সুদ আদায় করে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। তখন বনী মুগীরার লোকেরা উদ্বিগ্নতা সহকারে মক্কার তখনকার শাসক এতাব ইবনে উছাইদের সমীপে এ মর্মে মামলা দায়ের করল যে, বড়ই অবিচারের বিষয়, সমগ্র মক্কাবাসী সুদী কর্জ

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِیْ

'আলাইহিল্ হাক্ব্কু অল্ইয়াত্তাক্বিল লা-হা রব্বাহূ অলা-ইয়াব্খাস্ মিন্হু শাইয়া-; ফাইন্ কা-নাল্লাযী

লেখার সময় ভয় করে, তার রব আল্লাহকে; আর কিছু যেন না কমায়। তবে যে ঋণ গ্রহণ করে,

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ

'আলাইহিল্ হাক্ব্কু সাফীহান্ আও দ্বোয়া'ঈফান্ আওলা- ইয়াস্তাত্বী'উ আইঁ ইয়ুমিল্লা হুওয়া ফাল্ইয়ুম্লিল্

সে যদি বোকা বা দুর্বল হয় বা লেখার বিষয় বলে দিতে সক্ষম না হয়; তবে অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখায়।

وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ

অলিয়্যুহূ বিল্'আদল্; অস্তাশ্হিদূ শাহীদাইনি মির্ রিজ্বা-লিকুম্, ফাইল্লাম্ ইয়াকূনা-রাজ্বুলাইনি

আর দুজন সাক্ষী রাখবে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে, যদি দুজন পুরুষ না থাকে

فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ

ফারাজ্বুলুওঁ অম্রায়াতা-নি মিম্মান তারদ্বোয়াওনা মিনাশ্ শুহাদা —য়ি আন্ তাদ্বিল্লা ইহ্দা-হুমা-ফাতুযাক্কিরা

তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারীর ভেতর থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর। যেন একজন ভুলে গেলে অন্যজন

اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ

ইহ্দা-হুমাল্ উখ্রা– অলা-ইয়া''বাশ্ শুহাদা —উ ইযা- মা-দু'উ; অলা- তাস্আমূ ~ আন্

স্মরণ করাতে পারে। যখন ডাকা হবে তখন সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে। ঋণ ছোট হোক বা

تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ

তাক্তুবূহু ছোয়াগীরান্ আও কাবীরান্ ইলা~ আজ্বালিহ্; যা-লিকুম্ আক্বসাতু 'ইন্দাল্লা-হি অআক্বওয়ামু

বড় হোক মেয়াদসহ লিখতে শৈথিল্য করো না; এ লিখে রাখার কাজ আল্লাহর কাছে বিচারসম্মত,

لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا

লিশ্ শাহা-দাতি অআদ্না~ আল্লা-তার্তা-বূ~ ইল্লা~ আন্ তাকূনা তিজ্বা-রাতান্ হা-দ্বিরাতান্ তুদ্বীরূনাহা-

সাক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন দৃঢ়তর এবং সন্দেহমুক্ত হওয়া; কিন্তু যদি ব্যবসায় নগদ হয় আর হাতে হাতে লেনদেন কর,

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪

বাইনাকুম্ ফালাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন্ আল্লা–তাক্তুবূহা-; অআশ্হিদূ ~ ইযা- তাবা-ইয়া'তুম্

তবে যদি তোমরা তা না লিখ, তবে তোমাদের কোন দোষ নেই; পরস্পর কেনা-বেচার সাক্ষী রেখো,

হতে মুক্তি পেল। কিন্তু আমরা এখনও সে আপদের বেড়াজালে আবদ্ধ রয়ে গেলাম। তখন তিনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিখে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নিকট পাঠালে এ আয়াত নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) শানেনুযুল ঃ আয়াত-২৮৫ঃ যখন মনের কল্পনার হিসেব গ্রহণের কথা বর্ণিত হল, তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হুযূর (ছঃ)-এর দরবারে হতভম্ব হয়ে উপস্থিত হলেন এবং উক্ত অবস্থায় নিষ্কৃতির কোন উপায় না থাকার কথা বললেনঃ কেননা , মন কারও আয়ত্তে থাকে না, ওতে মনে অনেক কু-ধারণার সৃষ্টি হয়। হুযূর (ছঃ) তখন

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيدٌ ۭ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ

অলা-ইয়ুদ্বোয়া — র্‌রা কা-তিবুওঁ অলা-শাহীদ্; অইন্ তাফ্'আলূ ফাইন্নাহূ ফুসূক্বুম্ বিকুম্; অত্তাক্বুল্লা-হা
কোন লেখক আর সাক্ষীর ক্ষতি করা যাবে না; করলে তোমাদের পাপ হবে; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তিনিই

وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۲۸۳ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰي سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا

অইয়ু'আল্লিমুকুমুল্লা-হু; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ২৮৩। অইন্ কুন্তুম্ 'আলা-সাফারিওঁ অলাম্ তাজ্বিদূ
তোমাদের শিক্ষা দেন, আর আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। (২৮৩) আর সফরে থাকলে যদি কোন লেখক না পাও,

كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۭ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ

কা-তিবান্ ফারিহা-নুম্ মাক্বূবূদ্বোয়াহ্; ফাইন্ আমিনা বা'দ্বুকুম্ বা'দ্বোয়ান্ ফাল্ইয়ুআদ্ দিল্লাযি''তুমিনা
তবে বন্ধক হিসেবে কোন বস্তু রাখা বিধেয়; যদি পরস্পরকে বিশ্বাস কর, বিশ্বাস্য ব্যক্তি যেন আমানত ফেরত দেয়,

اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۭ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۭ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ

আমা-নাতাহূ অল্ ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা রব্বাহূ; অলা–তাক্তুমুশ্ শাহা-দাহ্; অমাইঁ ইয়াক্তুম্হা-ফাইন্নাহূ ~
আর যেন তার রব আল্লাহকে ভয় করে, আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না; যে সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর

৩৯ ع ২ ৭ রুকু

اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝۲۸۴ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ

আ-ছিমুন্ ক্বাল্বুহূ; অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা 'আলীম্। ২৮৪। লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব;
পাপী। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম জানেন। (২৮৪) আসমান ও যমীনের সব কিছু আল্লাহরই।

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۭ فَيَغْفِرُ لِمَنْ

অইন্ তুব্দূ মা-ফী~ আন্ফুসিকুম্ আও তুখ্ফূহু ইয়ুহা-সিব্কুম্ বিহিল্লা-হু; ফাইয়াগ্ফিরু লিমাইঁ
তোমাদের মনের বিষয়সমূহ প্রকাশ কর আর গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব নেবেন;

يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۸۵ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ

ইয়াশা — উ অইয়ু'আযিবু মাইঁ ইয়াশা — উ অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২৮৫। আ-মানার্ রাসূলু
যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (২৮৫) রাসূল ও মু'মিনরা

بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ

বিমা~ উন্যিলা ইলাইহি মির্ রাব্বিহী অল্ মু''মিনূন্; কুল্লুন আ-মানা বিল্লা-হি অমালা — য়িকাতিহী অকুতুবিহী
রবের পক্ষ হতে অবতীর্ণ সকল কিছু বিশ্বাস করেন; তাঁরা সকলেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলদের বিশ্বাস

ইহুদীদের ন্যায় তাঁদেরকে হুজ্জত করতে বারণ করলেন এবং মনিবের হুকুম মেনে নিতে উপদেশ দিলেন। ফলে তাঁরা মেনে নিলেন। তাঁদের এ আনুগত্যের প্রশংসা করে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।
টিকা ঃ ঋণকে এখানে আমানত বলা হয়েছে। কেননা, ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার প্রতি চরম বিশ্বাসেই ঋণদান করেছে।
আয়াত ঃ ২৮৬ ঃ সাহাবীরা যখন এ আদেশ মেনে নিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা অনুকম্পা সূচক এ আয়াত অবতীর্ণ করে ঘোষণা করেন যে, অন্তরের কল্পনাসমূহ ক্ষমাযোগ্য কেননা, তাতে মানুষের ক্ষমতা চলে না। আর এরূপ অক্ষম বিষয়ে ধর-পাকড় করা জুলুম হবে। আল্লাহ আপন বান্দাদের প্রতি অবিচারী নন।

وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ

অরুসুলিহী, লা-নুফার্‌রিক্বু বাইনা আহাদিম মির্ রুসুলিহী অক্বা-লূ সামি'না- অআত্বোয়া'না-
করেন। আমরা পার্থক্য করি না তাঁর রাসূলদের মাঝে; আর বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম,

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٦﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا

গুফ্‌রা-নাকা রব্বানা- অইলাইকাল্ মাছীর্। ২৮৬। লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান্ ইল্লা-উস্'আহা-; লাহা-
হে আমাদের প্রতিপালক। ক্ষমা চাই, আর আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন স্থল। (২৮৬) আল্লাহ সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না,

مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ

মা- কাসাবাত অ'আলাইহা- মাক্‌তাসাবাত; রব্বানা- লা-তুআ-খিয্‌না ~ ইন্নাসী ~ না-আও আখ্‌ত্বোয়া''না-,
সে কাজের প্রতিদান আর পাপের শাস্তি পাবে, হে আমাদের রব, ভুল বা ত্রুটির জন্য পাকড়াও করবেন না;

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ

রব্বানা- অলা-তাহ্‌মিল্ 'আলাইনা~ ইছরান কামা-হামাল্‌তাহূ 'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিনা-,
হে রব! আমাদের ওপর বোঝা দেবেন না পূর্ববর্তীদের ন্যায়; হে আমাদের রব! ক্ষমতার বাইরে

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ

রব্বানা- অলা-তুহাম্মিল্‌না- মা-লা-ত্বোয়া-ক্বাতা লানা-বিহ্;অ'ফু 'আন্না-অগ্‌ফির্ লানা-
৪০ কোন গুরুভার আমাদের উপর দেবেন না। আমাদের পাপ মোচন করুন, ক্ষমা করুন,

ع ৩ ৮ রুকু

وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

অর্‌হাম্‌না- আন্‌তা মাওলা-না- ফান্‌ছুরনা- 'আলাল্ ক্বাওমিল্ কা-ফিরীন্।
দয়া করুন, আপনিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক, কাফেরদের ওপর আমাদেরকে বিজয়ী করুন।

সূরা আলে ইমরান
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২০০
রুকূ ঃ ২০

﴿١﴾ الٓمّٓ ﴿١﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ম্ ২। আল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুঅল হাইয়্যুল্ ক্বাইয়্যুম্। ৩। নায্‌যালা 'আলাইকাল্ কিতা-বা
(১) আলিফ্ লা-ম্ মী-ম। (২) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। (৩) তিনি আপনার কাছে কিতাব নাযীল করেছেন

নামকরণ ঃ হযরত মারইয়ামের আব্বা ইমরানের পরিবার সম্পর্কীয় আলোচনা এ সূরায় থাকার কারণে এ সূরার নামকরণ আলে ইমরান করা হয়েছে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১ ঃ একদা একদল খ্রিস্টান রাসূলে করীম (ছঃ)এর নিকট এসে বিতর্কের সুরে বলতে লাগল, "হে মুহাম্মদ! ঈসা (আঃ) যদি আল্লাহর জাত পুত্র না হয়ে থাকেন তবে বলুন, তাঁর পিতা কে?" তিনি (রাসূল সাঃ) বললেন, হে মূর্খের দল! তোমাদের মতেও তো আল্লাহ অবিনশ্বর সত্তা, নশ্বর নন। আর ঈসা (আঃ) নশ্বর, তাঁর মৃত্যু আছে তিনি পানাহার করতেন, নিদ্রা যেতেন, পেশাব-পায়খানা করতেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব কিছু হতে পুতঃপবিত্র। কিন্তু এটি সর্বজনবিদিত যে জাত হয় জাতকের ন্যায়। সুতরাং

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ٤ مِنْ قَبْلُ

বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহি অআন্‌যালাত তাওরা–তা অল্ ইন্‌জীল্। ৪। মিন্ ক্বাব্‌লু
সত্যসহ যা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আর তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন। (৪) ইতোপূর্বে

هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

হুদাল লিন্না-সি অআন্‌যালাল্ ফুর্‌ক্বা-ন্; ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি
মানুষের হিদায়েতের জন্য; আর ফুরকান নাযিল করেছেন। যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে, তাদের জন্য

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٥ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ

লাহুম 'আযা-বুন্ শাদীদ্; অল্লা-হু 'আযীযুন্ যুন্‌তিক্বা-ম্। ৫। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াখ্‌ফা-'আলাইহি শাইয়ুন্
রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন যে যমীন ও আকাশের

فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ٦ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ

ফিল্ আর্‌দ্বি অলা-ফিস্ সামা—ই। ৬। হুওয়াল্লাযী ইয়ুছোয়াওয়্যিরুকুম্ ফিল্ আর্‌হা-মি কাইফা
কোন কিছু আল্লাহর নিকট অপ্রকাশ্য নয়। (৬) তিনিই মাতৃগর্ভে ইচ্ছামত তোমাদের আকৃতি গড়েন,

يَشَاءُ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٧ هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

ইয়া শা—উ; লা~ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্ ৭। হুওয়াল্লাযী~আন্‌যালা 'আলাইকাল্ কিতা-বা
তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (৭) তিনি আপনার কাছে নাযিল করেছেন কিতাব;

مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ

মিন্‌হু আ-ইয়া-তুম্ মুহ্‌কামা-তুন্ হুন্না উম্মুল্ কিতা-বি অউখারু মুতাশা-বিহা-ত্; ফাআম্মাল লাযীনা ফী
এর কিছু আয়াত সুস্পষ্ট; যা কিতাবের মূল; অন্য অংশ বিবিধ অর্থবোধক। কাজেই যাদের মনে কুটিলতা[১]

قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ ج

কু্লূবিহিম্ যাইগুন্ ফাইয়াত্তাবি'ঊ না মা-তাশা-বাহা মিন্‌হুব্‌তিগা—য়াল্ ফিত্‌নাতি অব্‌তিগা—য়া তা''ওয়ীলিহী,
আছে, তারা ফিতনা, ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিবিধ অর্থবোধক অংশের অনুসরণ করে, অথচ এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া

وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ لا

অমা-ইয়া'লামু তা''ওয়ীলাহূ~ইল্লাল্লা-হ্। অর্‌রা-সিখূনা ফিল্'ইল্‌মি ইয়াক্বূলূনা আ-মান্না-বিহী
আর কেউ অবগত নয়। গভীর জ্ঞানের অধিকারী যারা [২] তারা বলে, আমরা তা বিশ্বাস করি এসব আমাদের

ঈসা (আঃ) যদি আল্লাহর জাত পুত্র হতেন তবে তিনিও আল্লাহর ন্যায় পাক পবিত্র ও বেপরোয়া থাকবেন। রাসূল (ছঃ)-এর এ বক্তব্য শুনে খ্রিষ্টানরা চুপ হয়ে গেল। অতঃপর এর সমর্থনে আল্লাহর সত্তার পরিচয় প্রদান পূর্বক এ সূরায় প্রথম দশটিরও অধিক আয়াত নাযিল করেন।
আয়াত-৭ঃ ১। যাদের অন্তর বক্র তারা সুস্পষ্ট আয়াত পরিত্যাগ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তা হতে নিজ উদ্দেশ্যের অনুকূলে অর্থ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াস চালায়। এদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। (মাঃ কোঃ) ২। তারা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস হতে উৎসারিত। সুস্পষ্ট আয়াতের অর্থ জানা আমাদের জন্য উপকারী ও জরুরী ছিল, এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তা গোপন রাখেন নি। আর অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা বিশেষ হিকমতের কারণে বর্ণনা করেন নি। কাজেই তা জানা আমাদের জন্য জরুরী নয়। বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট। (তাফঃ মাযঃ)

ওয়াকুফে লাযেম ওয়াকুফে মনযিল ওয়াকফুন্নবী (ছঃ)

كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝٨ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا

কুল্লুম্ মিন্ 'ইন্‌দি রব্বিনা-, অমা-ইয়ায্‌যাক্কারু ইল্লা~ উ-লুল্ আল্‌বা-ব্। ৮। রব্বানা-লা-তুযিগ্ কু্লূবানা-
প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত; জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (৮) হে আমাদের রব! হিদায়েত দানের পর আমাদের অন্তরকে

بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٩ رَبَّنَا

বা'দা ইয্ হাদাইতানা-অহাবলানা-মিল্ লাদুন্‌কা রহ্‌মাতান্ ,ইন্নাকা আন্‌তাল্ অহ্‌হা-ব্। ৯। রব্বানা~
বাঁকা করবেন না; আপনার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, আপনিই তো দাতা। (৯) হে আমাদের রব!

১ ع ৭ ৯ রুকু

إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝١٠ إِنَّ

ইন্নাকা জ্বা-মি'উন্ না-সি লিইয়াওমিল্ লা-রাইবা ফীহ্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুখ্‌লিফুল্ মী'আ-দ্। ১০। ইন্নাল
আপনি সন্দেহাতীতভাবে একদিন মানব জাতিকে সমবেত করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না। (১০) যারা

الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَ

লাযীনা কাফারূ লান্ তুগ্‌নিয়া 'আন্‌হুম্ আম্‌ওয়া-লুহুম্ অলা~ আওলাদুহুম্ মিনাল্লা-হি শাইয়া-; অ
কাফের তাদের সম্পদ ও সন্তানরা আল্লাহর নিকট কোন কাজে আসবে না;

أُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝١١ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

উলা—য়িকা হুম অক্বূদুন না-র্। ১১। কাদা"বি আ-লি ফির্'আওনা অল্লাযী না মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্;
এরাই জাহান্নামের ইন্ধন। (১১) ফেরাউনী সম্প্রদায় ও পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ধারার ন্যায় আমার আয়াতসমূহকে তারা

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٢ قُلْ

কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-ফাআখাযাহুমুল্লা-হু বিযুনূবিহিম; অল্লা-হু শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ১২। ক্বুল্
অস্বীকার করেছিল; ফলে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছেন; আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (১২) কাফেরদের বলে দিন,

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٣ قَدْ كَانَ

লিল্লাযীনা কাফারূ সাতুগ্‌লাবূনা অতুহ্‌শারূনা ইলা-জ্বাহান্নাম্; অবি'সাল্ মিহা-দ্। ১৩। ক্বাদ্ কা-না
তোমরা শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং জাহান্নামে একত্রিত হবে, তা জঘন্য স্থান। (১৩) দু দলের পরস্পর

لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ

লাকুম্ আ-ইয়াতুন্ ফী ফিয়াতাইনিল্ তাক্বাতা-; ফিয়াতুন্ তুক্বা-তিলু ফী সাবীলিল্লা-হি অ উখ্‌রা- কা-ফিরাতুই
মুকাবিলায় অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে; একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল, অন্যদল ছিল

টীকা ঃ যার দ্বারা হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝা যায় তা-ই 'ফুরকান'। শানেনুযূলঃ আয়াত-১২ ঃ রসূলুল্লাহ (ছঃ) কোরেশী কাফেরদের পরাজিত করে বদর যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করার পর বনী-কায়নোকা বাজারে ইহুদীদরকে সমবেত করে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করলেন। নতুবা কোরেশীদের ন্যায় তাদেরকেও পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে হবে বলে হুমকি দিলেন। জবাবে ইহুদী দম্ভের সাথে বলল, "আমরা যে কেমন বীর এবং পারদর্শী যোদ্ধা আমাদের সাথে যুদ্ধ অবতীর্ণ হলে বুঝতে পারবে, হে মুহাম্মদ! আমরা কোরেশদের ন্যায় অনভিজ্ঞ যোদ্ধা নয়। তাদের দাম্ভিক ও অহঙ্কারী উক্তির প্রেক্ষিতে অত্র আয়াতটি নাযিল হয়। বায়জাবী শরীফে "লিল্লাযীনা কাফারূ" হতে মক্কার মুশরিকদেরকে বুঝান হয়েছে। যোগসূত্রঃ আয়াত-১৩ ঃ ২ আয়াতে কারীমায় কাফেরদের পর্যুদস্ত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে। এখানে উপমাস্বরূপ একটি প্রমাণ বর্ণনা করছেন।

يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

ইয়ারাওনাহুম্ মিছ্লাইহিম্ রা'ইয়াল্ 'আইন্; অল্লা-হু ইয়ুআইয়্যিদু বিনাছ্রিহী মাই্ ইয়াশা — উ; ইন্না ফী যা-লিকা

কাফের, তারা তাদেরকে স্বীয় চোখের নজরে দ্বিগুণ দেখছিল, আল্লাহ যাকে চান সাহায্য করেন, এতে অন্তর্দৃষ্টি

لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

লা'ইব্রাতাল্ লিঊলিল্ আব্ছোয়া-র। ১৪। যুইয়্যিনা লিন্না-সি হুব্বুশ্ শাহাওয়া-তি মিনা ন্নিসা — য়ি অল্বানীনা

সম্পন্নদের জন্য শিক্ষা আছে। (১৪) মানবজাতিকে মোহগ্রস্ত করেছে আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী, নারী;

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ

অল্ ক্বানা-ত্বীরিল্ মুক্বান্ত্বোয়ারাতি মিনায্ যাহাবি অল্ ফিদ্দ্বোয়াতি অল্ খাইলিল্ মুসাওয়্যামাতি অল আন্'আ-মি

সন্তান, এবং পছন্দনীয় ঘোড়া, গবাদি পশু ও ক্ষেত-খামার, এসবই হল পার্থিব

وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾ قُلْ

অল্ হারছ্; যা-লিকা মাতা-'উল্ হাইয়া-তিদ দুন্ইয়া-, অল্লা-হু 'ইন্দাহূ হুস্নুল্ মাআ-ব। ১৫। ক্বুল

জীবনের ভোগ্যসামগ্রী, আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। (১৫) আপনি বলুন,

أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

আউনাব্বিউ কুম্ বিখাইরিম্ মিন্ যা-লিকুম্ লিল্লাযীনাত্ তাক্বাও 'ইন্দা রব্বিহিম জান্না-তুন্ তাজ্বরী

এতদপেক্ষা উত্তম বস্তুর খবর দেব কি? মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে এমন জান্নাত যার

مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

মিন তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা- অ আজ্ওয়া-জুম্ মুত্বোয়াহ্হারাতুওঁ অ রিদ্ওয়া-নুম্ মিনাল্লা-হ্; অল্লা-হু

নিচ দিয়ে ঝরণা প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, তথায় পবিত্র রমণীগণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকবে, আল্লাহ

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا

বাছীরুম্ বিল্'ইবা-দ্। ১৬। আল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা রব্বানা~ ইন্নানা~ আ-মান্না-ফাগ্ফির্লানা- যুনূবানা- অক্বিনা-

বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (১৬) যারা বলে, হে রব! আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করুন, অগ্নির শাস্তি

عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَ

'আযা-বান্ না-র্। ১৭। আছ্ছোয়া-বিরীনা অছ্ছোয়া-দিক্বীনা অল্ ক্বা-নিতীনা অল্ মুন্ফিক্বীনা অল্

হতে রক্ষা করুন। (১৭) তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী অনুগত, দানকারী ও

আয়াত-১৪ঃ সাতটি বিষয় মানুষকে মায়া-মমতায়, বিবাদ বিসংবাদ ও বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে ফেলে। এর প্রথমটি হল নারী। নারী মোহ মানুষকে ধ্বংস করা সত্ত্বেও নারী পুরুষের মাঝে একটা চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ বিদ্যমান। দ্বিতীয়টি হল:সন্তান। যাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত ভেবে নিজের চেয়েও বেশি দিতে চায় তার জন্য। তৃতীয়টি হল ধন-সম্পদ সোনা-রূপা। যার কারণে মানুষ অহংকারী হয়। চতুর্থটি হল গরু-মহিষ, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি। এরপর ক্ষেত-খামার। আল্লাহ এরশাদ করেন, পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ ক্ষতি মিশানো, কিন্তু আল্লাহর নিকট এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুস্বাধু ও চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ক বস্তুসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। অথচ মানুষ মানবীয়

اَلْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝١٨ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ

মুছ্তাগ্ফিরীনা বিল্ আস্হা-র্ ১৮। শাহিদাল্লা-হু আন্নাহূ লা~ ইলাহা ইল্লা-হুঅ অল্মালা — য়িকাতু অ

শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই ফেরেশতা ও

• অর্ধাংশ

اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١٩ اِنَّ الدِّيْنَ

উলুল্ 'ইল্মি ক্বা — য়িমাম্ বিল্ ক্বিস্ত্ব; লা~ ইলা-হা ইল্লা-হুঅল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ১৯। ইন্নাদ্দীনা

জীনরা সাক্ষ্য দেয় তিনি ন্যায়-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ ভিন্ন মা'বুদ নেই। (১৯) ইসলামই আল্লাহর

عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ

'ইন্দাল্লা-হিল্ ইস্লা-ম্; অ মাখ্তালাফাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা ইল্লা-মিম্ বা'দি

নিকট একমাত্র দ্বীন; যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও শুধু নিজেদের

مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ

মা-জ্বা — য়া হুমুল্ 'ইল্মু বাগইয়াম্ বাইনাহুম্; অমাইঁ ইয়াক্ফুর্ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফাইন্নাল্লা-হা সারী'উল

হিংসায় পড়ে তারা বিরোধিতা করেছে; কেউ আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলে নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণে

الْحِسَابِ ۝٢٠ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ

হিসা-ব্ ২০। ফাইন্ হা — জ্জূকা ফাক্বুল্ আস্লাম্তু অজ্হিয়া লিল্লা-হি অ মানিত্তাবা'আন; অ ক্বুল্

তৎপর। (২০) যদি তারা তর্ক করে; তবে বলুন, আমি ও আমার অনুসারীরা একমাত্র আল্লাহতে সমর্পিত। যারা

لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ

লিল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা অল্ উম্মিয়্যীনা আআস্লাম্তুম্; ফাইন্ আস্লামূ ফাক্বাদিহ্ তাদাও,

কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে ও মূর্খদেরকে বলুন, তোমরা কি মেনে নিয়েছ? যদি মেনে নেয়, তবে তারাও সরল পথ পেল,

২ ع ১১ ১০ রুকু

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝٢١ اِنَّ الَّذِيْنَ

অ ইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা-'আলাইকাল্ বালা-গ্; অল্লা-হু বাছীরুম্ বিল্ 'ইবা-দ্। ২১। ইন্নাল্লাযীনা

যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কাজ শুধু পৌঁছানো। (২১) নিশ্চয়ই যারা

يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ

ইয়াক্ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি অইয়াক্তুলূনান্ নাবিয়্যীনা বিগাইরি হাক্ব্ক্বিওঁ অইয়াক্ব্তুলূনাল্লাযীনা

আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে এবং অহেতুক নবীদেরকে হত্যা করে আর হত্যা করে সঠিক

স্বভাবসুলব এসব বস্তুসমূহের প্রতিই ধাবিত হতে থাকে এবং তাকেই উত্তম মনে করে। অথচ পরকালের নিয়ামতের তুলনায় পার্থিব ভোগ বিলাস একেবারেই মূল্যহীন। শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮ ঃ ১ ইমাম বগভী (রঃ) বলেন, সিরিয়া থেকে দুজন বিশিষ্ট ইহুদী পণ্ডিত একবার মদীনায় উপনীত হয়ে মদীনার আবাসিক এলাকা দেখে মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী যে ধরনের লোকালয়ে বসবাস করবেন বলে তওরাত কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এটা ঠিক সে রকম বলে মনে হয়। এর পর তারা জানতে পারলেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে।

يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

ইয়া'মুরূনা বিল্ ক্বিস্ত্বি মিনান্না-সি ফাবাশ্শির্হুম্ বি'আযা-বিন্ আলীম্। ২২। উলা — য়িকাল্লাযীনা

কাজের নির্দেশ দাতাদেরকেও, তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২২) এরাই সেই লোক যাদের কার্যাবলী

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى

হাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্ ফিদ্দুন্ইয়া-অল্ আ-খিরাতি অমা-লাহুম্ মিন্ না-ছিরীন্। ২৩। আলাম্ তারা ইলাল্

দুনিয়া ও আখেরাতে নষ্ট হয়েছে; তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (২৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি

الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

লাযীনা উতূ নাছীবাম্ মিনাল্ কিতা-বি ইয়ুদ'আওনা ইলা- কিতা-বিল্লা-হি লিইয়াহ্কুমা বাইনাহুম্ ছুম্মা

কিতাবের একাংশ প্রাপ্তদের প্রতি? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি ডাকা হয়েছে যেন তা তাদের মাঝে মীমাংসা করে;

يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا

ইয়াতাওয়াল্লা- ফারীক্বুম্ মিন্হুম্ অহুম্ মু'রিদ্বূন্। ২৪। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বা-লূ লান্ তামাস্সানান্না-রু ইল্লা~

কিন্তু তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারাই অমান্যকারী। (২৪) কারণ, তারা বলে যে, কয়েকদিন ছাড়া আমরা

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا

আইয়্যা-মাম্ মা'দূদা-তিওঁ অগার্রাহুম্ ফী দীনিহিম্ মা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন্। ২৫। ফাকাইফা ইযা-

জাহান্নামে থাকব না; দ্বীনের ব্যাপারে এ মিথ্যা ধারণাই তাদের প্রতারিত করেছে। (২৫) সন্দেহমুক্ত সে

جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

জ্বামা'না-হুম্ লিইয়াওমিল্ লা-রাইবা ফীহি অউফ্ফিয়াত্ কুল্লু নাফ্সিম্ মা- কাসাবাত্ অহুম্ লা-

একত্রিত হবার দিনে তাদের কি অবস্থা হবে, যেদিন প্রত্যেকের কর্মফল প্রদান করা হবে তাদের প্রতি কোন জুলুম

يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

ইয়ুজ্লামূন্। ২৬। ক্বুলিল্লা-হুম্মা মা-লিকাল্ মুল্কি তু''তিল্ মুল্কা মান্ তাশা — উ অ তান্যি'উল্ মুল্কা

করা হবে না। (২৬) বলুন, হে আল্লাহ! রাজ্যের মালিক তো আপনিই; যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন আর যার কাছ থেকে

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ

মিম্মান্ তাশা — উ অ তু'ইয্যু মান্ তাশা — উ অতুযিল্লু মান্ তাশা — উ; বিইয়াদিকাল্ খাইর্; ইন্নাকা

ইচ্ছা কেড়ে নেন; ইচ্ছামত সম্মান দেন আর ইচ্ছেমত লাঞ্ছিত করেন; আপনার হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত,

তারা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলী তাদের সামনে ভেসে উঠে। তারা বললেন, আপনি কি মুহাম্মদ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আহমদ? তিনি বললেন, হাঁ। তারা আরও বললেন, আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে আমরা আপনার উপর ঈমান আনব। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, জিজ্ঞাসা করুন। তারা বললেন, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান। (তফসীরে মাআরেফুল কুরআন)।

عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٧﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز

'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২৭। তূলিজু্ল লাইলা ফিন্নাহা-রি অতূলিজু্ন নাহা-রা ফিল্লাইলি
নিশ্চয়ই আপনিই সর্বশক্তিমান। (২৭) নিশ্চয়ই আপনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান,

وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ

অতুখ্রিজু্ল্ হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি অতুখ্রিজু্ল্ মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি অতার্জু্ক্বু মান্
আপনিই মৃত হতে জীবিত এবং জীবিত হতে মৃত বের করেন; আপনি যাকে ইচ্ছা

تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ

তাশা — উ বিগাইরি হিসা-ব্। ২৮। লা-ইয়াত্তাখিযিল্ মু''মিনূনাল্ কা-ফিরীনা আওলিয়া — য়া মিন্ দূনিল্
অগণিত রুযী দান করেন। (২৮) মুমিনরা যেন কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে মু'মিনদের বাদ দিয়ে, যে এরূপ

الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ

মু''মিনীন্; অমাই্ ইয়াফ্'আল্ যা-লিকা ফালাইসা মিনাল্লা-হি ফী শাইয়িন্ ইল্লা~ আন্ তাত্তাক্বূ মিন্হুম্
করবে তার সঙ্গে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে যদি তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর, তবে ব্যতিক্রম;

تُقٰىةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٩﴾ قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ

তুক্বা-হ্; অইয়ুহাযযিরুকুমুল্লা-হু নাফ্সাহ্; অ ইলাল্লা-হিল্ মাছীর। ২৯। ক্বুল্ ইন্ তুখ্ফূ মা-ফী
আল্লাহ্ নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন; আল্লাহর নিকটেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে (২৯) বলুন, তোমরা

صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط

ছুদূরিকুম্ আও তুব্দূহু ইয়া'লাম্হুল্লা-হ্; অইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্দ্ব;
অন্তরের বিষয় গোপন কর কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন; আসমান যমীনের সবকিছু তিনিই জানেন;

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٠﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৩০। ইয়াওমা তাজিদু কুল্লু নাফ্সিম্ মা-'আমিলাত্ মিন্ খাইরিম্
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। (৩০) যেদিন প্রত্যেকেই স্বীয় সৎ ও অসৎকর্ম সামনে পাবে;

مُّحْضَرًا ج وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ج تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ط

মুহ্দোয়ারা; অমা-'আমিলাত্ মিন্ সূ — য়িন্ তাওয়াদ্দু লাও আন্না বাইনাহা-, অবাইনাহূ ~ আমাদাম্ বা'ঈদা-;
আরজু করবে যে তার ও ওর মাঝে যদি সুদূর ব্যবধান হত! আল্লাহ নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন;

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৮ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কা'আব ইবনে আশরাফের সাথে চুক্তিবদ্ধ হাজ্জাজ ইবনে আমর ও কাইছ ইবনে যায়েদের কতিপয় আনছারীর সাথে গোপন আঁতাত করে, যেন তাঁদেরকে ধর্মান্তর করা যায়। তখন রিফা'আ ইবনে মুনযের এবং আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইর ও ছা'আদ ইবনে খায়ছমা (রাঃ) ঐ আনছারীদেরকে ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও গোপন আঁতাত পরিহার করার জন্য উপদেশ দিলে আনছারী দল তা প্রত্যাখ্যান করে, এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ

অইয়ুহায্ যিরুকুমুল্লা-হু নাফ্সাহ্; অল্লা-হু রাঊফুম্ বিল্ 'ইবা-দ্। ৩১। ক্বুল্ ইন্ কুনতুম্ তুহিব্বূনাল্লা-হা
আর আল্লাহ বান্দার ব্যাপারে অত্যন্ত দয়ার্দ্র। (৩১) আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমার

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ

ফাত্তাবি'ঊনী ইয়ুহ্বিব্কুমুল্লা-হু অইয়াগ্ফির্ লাকুম্ যুনূবাকুম্; অল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীম্। ৩২। ক্বুল্
অনুকরণ কর; আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন আর পাপ ক্ষমা করবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৩২) বলুন,

أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ

আত্বী'উল্লা-হা অর্রাসূলা, ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নাল্লাহা-হা লা-ইয়ুহিব্বুল্ কা-ফিরীন্। ৩৩। ইন্নাল্লা-হাছ্
আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর; যদি অবাধ্য হও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ কাফেরদের ভালবাসেন না। (৩৩) আল্লাহ্ আদম,

اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً

ত্বোয়াফা ~ আ-দামা অ নূহাওঁ অ আ-লা ইব্রা-হীমা অ আ-লা 'ইম্রা-না 'আলাল্ 'আ-লামীন্। ৩৪। যুর্রিয়্যাতাম্
নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের বংশকে মনোনীত করেছেন বিশ্বাসীদের জন্য। (৩৪) তারা পরস্পর

بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي

বা'দুহা- মিম্বা'দ্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ৩৫। ইয্ ক্বা-লাতিম্ রাআতু 'ইম্রা-না রব্বি ইন্নী
বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৫) যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে রব! আমার গর্ভে যা আছে,

نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

নাযার্তু লাকা মা- ফী বাত্নী মুহার্ররারান্ ফাতাক্বাব্বাল্ মিন্নী, ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল্ 'আলীম্।
তা আপনার জন্য একান্ত উৎসর্গ করলাম; আমার পক্ষ হতে তা কবুল করুন; আপনিই শুনেন, জানেন।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۖ

৩৬। ফালাম্মা–অদ্বোয়া 'আত্হা- ক্বা-লাত্ রব্বি ইন্নী অ দ্বোয়া'তুহা ~ উন্ছা-;অল্লা-হু আ'লামু বিমা-অদ্বোয়া'আত্;
(৩৬) অতঃপর যখন তাকে প্রসব করল, তখন বলল, হে আমার রব! আমি এক কন্যা প্রসব করেছি! তার প্রসব সম্পর্কে

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا

অ লাইসায্ যাকারু কাল্উন্ছা- অ ইন্নী সাম্মাইতুহা-মারইয়ামা অইন্নী ~ উ'ঈযুহা-বিকা অযুর্রিয়্যাতাহা-
আল্লাহ ভাল জানেন, 'ছেলে তো কন্যার মত নয়" আর আমি তার নাম মারইয়াম রাখলাম। তাকে ও তার সন্তানকে

শানেনুযূল ঃ আয়াত- ৩১ ঃ কতিপয় লোক আঁ হযরত (ছঃ)-এর নিকট বলল, তারা আল্লাহকে ভালবাসে। তখন ভালবাসার প্রতীক কি হবে, তাহার বিবরণ দিয়ে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

আয়াত-৩২ ঃ যারা আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করে এবং আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খী আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভালবাসার সম্পর্কটি তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। এ দুনিয়াতে যদি কেউ মহান রব আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার দাবী করে, তবে হযরত নবী করীম (ছঃ)-এর অনুসরণের কষ্টি পাথরে তা পরখ করে দেখা অত্যাবশ্যক। তাতে কে আসল ও কে নকল

مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٧﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا

মিনাশ্ শাইত্বোয়া-নির্ রাজ্বীম্। ৩৭। ফাতাক্বাব্বালাহা-রব্বুহা-বিক্বাবূলিন্ হাসানিওঁ অআম্বাতাহা- নাবা-তান্

বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে দিলাম। (৩৭) অতঃপর তাঁর রব তাঁকে সুন্দরভাবে কবূল

حَسَنًا ۖ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۭ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا

হাসানাওঁ অকাফ্‌ফালাহা-যাকারিয়্যা-; কুল্লামা-দাখালা 'আলাইহা-যাকারিয়্যাল্ মিহ্‌রা-বা অজ্বাদা 'ইন্‌দাহা-

করলেন, আর সুন্দরভাবে বাড়ালেন ও যাকারিয়ার হাতে সোপর্দ করলেন। যখন যাকারিয়া তাঁর কক্ষে যেতেন, কিছু

رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۭ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ

রিয্‌ক্বান্, ক্বা-লা ইয়া-মার্‌ইয়ামু আন্না লাকি হা-যা-; ক্বা-লাত্ হুঅ মিন্ 'ইন্‌দিল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ার যুক্

খাবার দেখতেন; বলতেন, হে মারইয়াম! তোমার কাছে এসব কোত্থেকে আসে? বলতেন, তা আল্লাহর পক্ষ হতে আসে; আল্লাহ

مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ

মাইঁ ইয়াশা — উ বিগাইরি হিসা-ব্। ৩৮। হুনা-লিকা দা'আ-যাকারিয়্যা-রব্বাহূ ,ক্বা-লা রব্বি হাব্‌লী

যাকে ইচ্ছা অগণিত রিযিক দান করেন? (৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তাঁর রবকে ডেকে বললেন, হে আমার রব! নিজের

مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ ﴿٣٩﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ وَهُوَ

মিল্লাদুন্‌কা যুর্‌রিয়্যাতান্ ত্বোয়াইয়িবাতান্, ইন্নাকা সামী'উদ্ দু'আ — য়্। ৩৯। ফানা-দাত্‌হুল্ মালা — য়িকাতু অহুঅ

নিকট হতে আমাকে একটি সন্তান দান করুন। আপনি তো প্রার্থনা শুনেন। (৩৯) কক্ষে যখন সে নামাযরত অবস্থায়

قَاۗىِٕمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ

ক্বা — য়িমুঁই ইয়ুছোয়াল্লী ফিল্ মিহ্‌রা-বি আন্নাল্লা-হা ইয়ুবাশ্‌শিরুকা বিইয়াহ্‌ইয়া- মুছোয়াদ্দিক্বাম্ বিকালিমাতিম্

তখন তাকে ফেরেশতারা ডেকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্‌ইয়ার, যে হবে

مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ

মিনাল্লা-হি অসাইয়্যিদাওঁ অ হাছূরাওঁ অনাবিয়্যাম্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ৪০। ক্বা-লা রব্বি আন্না-ইয়াকূনুলী

আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, সংযমী ও নবী নেককারদের মধ্য থেকে। (৪০) যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব!

غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ ۝

গুলা-মুওঁ অক্বাদ্ বালাগানিয়াল কিবারু অম্‌রায়াতী 'আ-ক্বির্; ক্বা-লা কাযা-লিকাল্লা-হু ইয়াফ্'আলু মা-ইয়াশা — য়্।

কিভাবে আমার পুত্র হবে? আমি তো বৃদ্ধ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; বললেন, এভাবেই আল্লাহ ইচ্ছামত কাজ করেন।

ধরা পড়বে। যার দাবি যতটুকু সত্য হবে, সে হযরত নবী করীম (ছঃ)-এর অনুসরণে ততটুকু যত্নবান হবে এবং নবী করীম (ছঃ)-এর শিক্ষার আলো- কে পথের মশাল রূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী দুর্বল হবে, হযরত নবী করীম (ছঃ)-এর অনুসরণে তার অলসতা ও দুর্বলতা সে পরিমাণ পরিলক্ষিত হবে। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৪০ ঃ যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন মারইয়াম (আঃ)-এর খালু এবং একজন নবী। মারইয়াম (আঃ)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করার পর যাকারিয়া (আঃ)-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন একটি কক্ষে মারইয়াম (আঃ) থাকতেন। যাকারিয়া (আঃ) প্রায়ই সেখানে যেতেন। তিনি মরইয়াম (আঃ)-এর সামনে বিভিন্ন ফলফলাদি দেখতে পেতেন।

٤١ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا

৪১। ক্বা-লা রব্বিজ্ব'আল্ লী ~ আ-ইয়াহ্; ক্বা-লা আ-ইয়াতুকা আল্লা-তুকাল্লিমান্না-সা ছালা-ছাতা আইয়্যা-মিন্ ইল্লা-

(৪১) বললেন, হে রব! আমাকে নিদর্শন দিন। আল্লাহ বললেন, নিদর্শন হল, তিনদিন ইশারা ছাড়া লোকজনের সাথে ৪

رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ٤٢ وَإِذْ قَالَتِ ع ১১ ১২ রুকু

রাম্যা-;অয্কুর রব্বাকা কাছীরাওঁ অসাব্বিহ্ বিল্'আশিয়্যি অল্ইব্কা-র্। ৪২। অইয্ ক্বা-লাতিল্

কথা বলবে না, বেশি বেশি রবের যিকির করবে, সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ পড়বে। (৪২) যখন ফেরেশতারা বলল,

الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ

মালা — য়িকাতু ইয়া–মার্ইয়ামু ইন্নাল্লা-হাছ ত্বোয়াফা-কি অ ত্বোয়াহ্হারাকি অছ্ত্বোয়াফা-কি 'আলা-নিসা — য়িল্

হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে মনোনীত

الْعَالَمِينَ ٤٣ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٤ ذَٰلِكَ

'আ-লামীন্। ৪৩। ইয়া-মার্ইয়ামুক্বনুতী লিরব্বিকি অস্জুদী অর্কা'ঈ মা'আর্ রা-কি'ঈন্। ৪৪। যা-লিকা

করেছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! অনুগত হও তোমার রবের, আর সিজদা কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর। (৪৪) (হে নবী)

مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ

মিন্ আম্বা — য়িল গাইবি নূহীহি ইলাইক; অমা-কুন্তা লাদাইহিম্ ইয্ ইয়ুল্ক্বূনা আক্বলা-মাহুম্

এসব অদৃশ্য সংবাদ যা আপনার কাছে ওহী করেছি। আপনি তো তখন ছিলেন না যখন তারা কলম নিক্ষেপ করছিল

أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٤٥ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ

আইয়্যুহুম্ ইয়াক্ফুলু মারইয়ামা অমা-কুন্তা লাদাইহিম্ ইয্ ইয়াখ্তাছিমূন্। ৪৫। ইয্ ক্বা-লাতিল্ মালা — য়িকাতু

যে, কে মারইয়ামের লালনের ভার নেবে? আর তাদের বিতর্কের সময়ও আপনি ছিলেন না। (৪৫) যখন ফেরেশতারা বলল,

يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

ইয়া-মার্ইয়ামু ইন্নাল্লা-হা ইউবাশ্শিরুকি বিকালিমাতিম্ মিন্হুস মুহুল্ মাসীহু 'ঈসাব্নু মার্ইয়ামা

হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে নিজের পক্ষ থেকে কালেমার সুখবর দিচ্ছেন, যার নাম-মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম;

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٤٦ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ

অজ্বীহান্ ফিদ্দুনইয়াঅল্ আ-খিরাতি অমিনাল্ মুক্বার্রাবীন্। ৪৬। অইয়ুকাল্লিমুন না-সা ফিল্ মাহ্দি

সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখেরাতে এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম। (৪৬) আর সে মানুষের সঙ্গে দোলনায় ও বৃদ্ধাবস্থায়

তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, হে মারইয়াম! এ খাবার তোমার নিকট কোথা হতে আসে? তিনি বললেন, আল্লাহর পক্ষ হতে আমার জন্য জান্নাতী খাবার আসে। এদিকে যাকারিয়া (আঃ)-এরও কোন সন্তান ছিল না। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বার্ধক্যে উপনীত। সন্তান লাভের প্রচণ্ড আগ্রহে তাঁরা আল্লাহর সমীপে একটি পুণ্যবান সন্তানের জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ হযরত ইয়াহ্ইয়াহ (আঃ)-কে তাদের দান করেন। আয়াত-৪৫ ঃ ১। বর্ণিত আছে যে, মারইয়াম (আঃ) একবার হায়েযের পর গোসল করে পবিত্র হলে জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁর আস্তিনে একটি ফুঁ দিয়ে বললেন, আল্লাহ আপনাকে একটি পুত্র সন্তান দিবেন। তিনি নবী এবং বহু মু'জিযার অধিকারী হবেন। মারইয়াম (আঃ) বললেন, আমার না বিয়ে হয়েছে আর না কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেছে-কিভাবে আমার সন্তান হবে?

وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ

অক্বাহ্লাওঁ অ মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ৪৭। ক্বা-লাত্ রব্বি আন্না- ইয়াকূনু লী অলাদুওঁ অলাম্ ইয়াম্সাস্নী

কথা বলবে, সে হবে নেককারদের একজন। (৪৭) বলল, হে আমার রব! কিভাবে আমার পুত্র হবে? আমাকে তো কোন

بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ

বাশার্; ক্বা-লা কাযা-লিকিল্লা-হু ইয়াখ্লুক্বু মা-ইয়াশা — য়্; ইযা–ক্বাদ্বোয়া~ আমরান্ ফাইন্নামা- ইয়াক্বূলু লাহূ

পুরুষ স্পর্শ করে নি। বললেন, এভাবেই আল্লাহ ইচ্ছামত সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন কেবল বলেন,

كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾ وَ

কুন্ ফাইয়াকূন্। ৪৮। অইয়ু'আল্লিমুহুল্ কিতা-বা অল্হিকমাতা অত্তাওরা-তা অল্ইনজ্বীল্। ৪৯। অ

'হও' (আর তখনই) তা হয়ে যায়। (৪৮) তিনি তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইন্জীল। (৪৯) আর

رَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ

রাসূলান্ ইলা-বানী ~ ইসরা — য়ীলা আন্নী ক্বাদ্ জ্বি'তুকুম্ বিআ-ইয়া-তিম্ মির্ রব্বিকুম্ আন্নী ~ আখ্লাকু

রাসূলরূপে মনোনীত হবেন বনী ইস্রাঈলের প্রতি, সে বলবে, আমি তোমাদের রবের নিকট হতে নিদর্শন নিয়ে এসেছি।

لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ

লাকুম্ মিনাত্ত্বীনি কাহাইয়াতিত্ত্বোয়াইরি ফাআন্ফুখু ফীহি ফাইয়াকূনু ত্বোয়াইরাম্ বিইয্নিল্লা-হি, অ

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানিয়ে তাতে ফুঁক দেব; আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যাবে,

اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا

উব্রিয়ুল্ আক্মাহা অল্ আব্রাছোয়া অ উহ্য়িল মাওতা- বিইয্নিল্লা-হি, অ উনাব্বিউকুম্ বিমা-

আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী আরোগ্য করব এবং মৃতকে জীবন্ত করব; আর আমি তোমাদের বলে দেব যা

تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

তা''কুলূনা অমা- তাদ্দাখিরূনা ফী বুইয়ূতিকুম্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্

তোমরা খাও এবং যা তোমরা ঘরে জমা কর। এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে যদি তোমরা

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ

মু''মিনীন্। ৫০। অ মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইয়্যা মিনাত্ তাওরা-তি অ লিউহিল্লা লাকুম্ বা'দ্বোয়াল্

মুমিন হও। (৫০) আমার সামনে তাওরাতের যা আছে তার সমর্থকরূপে এবং তোমাদের জন্য হারামকৃত কিছু বস্তু হালাল

জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হবে। মরইয়াম (আঃ) সন্তান সম্ভবা হলেন। অতঃপর যখন সন্তান হল তখন লোকেরা জড় হয়ে সমালোচনা করতে লাগল। তিনি নবজাতকের প্রতি ইশারায় বললেন, আপনারা তাকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন নবজাতক বলল, আমি আল্লাহর রাসূল, পিতা ছাড়াই আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন।

আয়াত-৪৯ ঃ 'আদেশ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের হুকুমের কথা না বললে হযরত ঈসা (আঃ) কোন দিনই পাখি তৈরি করতে ক্ষম হতেন না। আল্লাহপাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে এই শক্তি দেওয়ার কারণেই তিনি মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করে তাতে ফুঁ দিলেই পাখি উড়ে যেত। এর দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহপাকই সৃষ্টিকর্তা, ঈসা (আঃ) নয়। পাখির আকৃতি গঠন

الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾ إِنَّ

লাযী হুররিমা 'আলাইকুম্ অ জ্বি'তুকুম্ বিআ-ইয়াতিম্ মির্ রব্বিকুম্ ফাত্তাকু্ল্লা-হা অআত্বী'উন্। ৫১। ইন্নাল
করার জন্য। আর আমি তোমাদের রবের নিদর্শন নিয়ে এসেছি, আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে অনুসরণ কর। (৫১) আল্লাহ

اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ

লা-হা রব্বী অরব্বুকুম্ ফা'বুদূহ্; হা-যা- ছিরা-ত্বুম্ মুস্তাক্বীম্ ৫২। ফালাম্মা~ আহাস্সা 'ঈসা-
আমার ও তোমাদের রব; তাঁরই দাসত্ব কর; এটাই সরল পথ। (৫২) অতঃপর ঈসা যখন অনুভব করলেন

مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ

মিন্হুমুল্ কুফ্রা ক্বা-লা মান্ আন্ছোয়া-রী ~ ইলাল্লা-হ্; ক্বা-লাল্ হাওয়া-রিয়্যূনা নাহ্নু
তাদের কুফরী সম্পর্কে, তখন বললেন, আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে? সঙ্গীরা বলল, আমরা আল্লাহর

أَنْصَارُ اللَّهِ ۚ آمَنَّا بِاللَّهِ ۚ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ

আন্ছোয়া-রুল্লা-হি, আ-মান্না- বিল্লা-হি, অশ্হাদ্ বিআন্না- মুসলিমূন্। ৫৩। রব্বানা~ আ-মান্না-বিমা~ আন্যাল্তা
সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী; সাক্ষী থাকুন আমরা মুসলমান। (৫৩) হে রব! যা নাযিল করেছেন

وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ

অত্তাবা'নার্ রাসূলা ফাক্তুব্না- মা'আশ্ শা-হিদীন্। ৫৪। অমাকারূ অমাকারাল্লা-হ্; অল্লা-হু
তা বিশ্বাস করি; রাসূলের কথা মানি; সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (৫৪) তারা চক্রান্ত করল,

خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَ ৫ ع ১৩ ১৩

খাইরুল্ মা-কিরীন্ ৫৫। ইয্ ক্বা-লাল্লা-হু ইয়া-'ঈসা~ ইন্নী মুতাওয়াফ্ফীকা অরা-ফি'উকা ইলাইয়্যা অ রুকু
আল্লাহ্ও কৌশল করলেন; আর আল্লাহ সেরা কৌশলী। (৫৫) আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! তোমার সময় পূর্ণ করব,

مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا তিন চতুর্থাংশ

মুত্বোয়াহ্হিরুকা মিনাল্লাযীনা কাফারূ অ জ্বা'ইলুল্ লাযীনাত্ তাবাউ'কা ফাওক্বাল্লাযীনা কাফারূ ~
আমার নিকট তুলে নেব আর কাফের হতে পবিত্র রাখব [১] আর তোমার প্রকৃত অনুসারীদের আমি কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের

إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ

ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি, ছুম্মা ইলাইয়্যা মার্জ্বি'উকুম্ ফাহ্কুম্ বাইনাকুম্ ফী মা-কুনতুম্ ফীহি
ওপর প্রাধান্য দেব; [২] তারপর আমার কাছেই প্রত্যাবর্তনস্থল, তখন বিতর্কমূলক বিষয়ের

করা তথা ছবি আঁকা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তে জায়েয ছিল। আমাদের শরীয়তে ছবি আঁকা নাজায়েয। (ফতঃ বয়াঃ, মাঃ কোঃ)
২। হযরত ঈসা (আঃ)এর যুগে তাওরাতের যে সকল হুকুম পালন কঠিন ছিল তা রহিত হয়ে যায়। হযরত ঈসা (আঃ) সে হুকুমসমূহ সহজ করার জন্যই এসেছিলেন। (মুঃ কোঃ) টীকা ঃ (১) ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করে আসমানে তুলে নিয়েছিলেন। ইয়াহুদী-খৃস্টানরা বলে তাঁকে হত্যা করেছে এটা তাদের ভুল ধারণা। (২) মূলতঃ হযরত ঈসার অনুসারী বর্তমান খৃস্টানরা নয়, বরং মুসলিমরাই তাঁর অনুসারী।
আয়াত-৫২ ঃ বনী ইসরাঈলের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য করে ঈসা (আঃ) তাঁর সাহায্যকারীদের খোঁজ নিলেন। এর পূর্বে তিনি

تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا

তাখ্তালিফূন্। ৫৬। ফাআম্মাল্লাযীনা কাফারূ ফাউ'আয্যিবুহুম্ 'আযা-বান্ শাদীদান্ ফিদ্দুনইয়া-
ফয়সালা করব। (৫৬) সুতরাং যারা কাফের, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেব দুনিয়াতে ও পরকালে;

وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

অল্ আ-খিরাতি অমা- লাহুম্ মিন্ না-ছিরীন্। ৫৭। অআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি
তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৫৭) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরকে

فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ

ফাইয়ুঅফ্ফীহিম উজূরাহুম্; অল্লা-হু লা-ইয়ুহিব্বুজ্জোয়া-লিমীন্ ৫৮। যা-লিকা নাত্লূহু 'আলাইকা মিনাল্
তিনি পূর্ণ পারিশ্রমিক দেবেন, আল্লাহ জালিমদের ভালবাসেন না। (৫৮) যা আপনার কাছে বিবৃত করছি তা

الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٩﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ

আ-ইয়া-তি অয্যিক্রিল্ হাকীম্। ৫৯। ইন্না মাছালা 'ঈসা- 'ইন্দাল্লা-হি কামাছালি আ-দাম্; খালাক্বাহূ
নিদর্শন ও বিজ্ঞানময় বাণী হতে। (৫৯) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার উপমা আদমের উপমার মত; তিনি

مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٠﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ

মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা ক্বা-লা লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্। ৬০। আল্ হাক্ব্কু মির্ রব্বিকা ফালা-তাকুম্ মিনাল্
তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে বললেন, হও, তখন হয়ে গেল। (৬০) এ সত্য আপনার রবের নিকট হতে; তাই সন্দেহকারী

الْمُمْتَرِينَ ﴿٦١﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ

মুম্তারীন্ ৬১। ফামান্ হা — জ্জ্ জ্বাকা ফীহি মিম্ বা'দি মা- জ্জা — আকা মিনাল্ 'ইল্মি ফাক্বুল্ তা'আ -লাও নাদ্'উ
হবেন না। (৬১) আপনার নিকট জ্ঞান আসার পরেও যে তর্ক করে, তাকে বলে দিন এস আমরা

أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ

আব্না— আনা- অ আব্না— আকুম্ অনিসা— আনা- অনিসা— আকুম্ অ আন্ফুসানা- অ আন্ফুসাকুম্ ছুম্মা নাব্তাহিল্
আমাদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের, স্বয়ং আমরা ও তোমরা উপস্থিত হই,

فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦٢﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ

ফানাজ্'আল্ লা'নাতাল্লা-হি 'আলাল্ কা-যিবীন্। ৬২। ইন্না হা-যা- লাহুওয়াল্ ক্বাছোয়াছুল্ হাক্ব্কু, অমা-মিন্
তারপর প্রার্থনা করি যে, আর মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত। (৬২) নিশ্চয়ই এ বর্ণনা অতীব সত্য বিবরণ; আল্লাহ ছাড়া

একাই নবুয়তের দায়িত্ব পালন করছিলেন। হাওয়ারী শব্দের ধাতুগত অর্থ হল দেয়ালে চুন কাম করার চুন বা ধবধবে সাদা। হযরত ঈসা (আঃ)এর শিষ্যদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তারা সাদা পোশাক পরিধান করতেন এজন্য তাহাদেরকে হাওয়ারী বলা হত। (মাঃ কোঃ)

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৬১ ঃ মুবাহালার আয়াতঃ আলোচ্য আয়াতের পটভূমি হল, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) নাজরানের খৃষ্টানদের কাছে একটি ফরমান পাঠান। ওতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ ছিল ঃ (১) ইসলাম কবূল কর, (২) অথবা জিযিয়া দাও, (৩) অন্যথা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। খৃষ্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শোরাহ্বীল, আব্দুল্লাহ্ ইবনে শোরাহ্বিল ও জিবার ইবনে ফয়েযকে নবী

إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٣﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌۢ

ইলা-হিন্ ইল্লাল্লা-হু; অইন্নাল্লা-হা লাহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৬৩। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্
কোন মা'বূদ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (৬৩) এরপরও যদি ফিরে যায়, তবে আল্লাহ ফাসাদকারীদের

بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ع ৬ ৯ ১৪ রুকু

বিল মুফ্সিদীন্। ৬৪। কু্ল্ ইয়া ~ আহ্লাল্ কিতা-বি তা'আ-লাও ইলা- কালিমাতিন্ সাওয়া — য়িম্ বাইনানা- অ বাইনাকুম্
সম্পর্কে যথাযথ অবহিত। (৬৪) বলুন, হে কিতাবের অনুসারীরা! আমাদের ও তোমাদের মাঝে যে বিষয়টি

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ

আল্লা- না'বুদা ইল্লাল্লা-হা অলা-নুশ্রিকা বিহী- শাইয়াওঁ অলা- ইয়াত্তাখিযা বা'দ্বু না— বা'দ্বোয়ান্ আরবা-বাম্ মিন্
একই এর দিকে আস, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও দাসত্ব করব না; শরীক করব না, পরস্পর কাকেও রব বানাব না, যদি তারা

دُونِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٥﴾ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ

দূনিল্লা-হ্; ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাকূলুশ্ হাদূ বিআন্না- মুসলিমূন্। ৬৫। ইয়া~ আহ্লাল্ কিতা-বি
না মানে, বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম। (৬৫) হে কিতাবের অনুসারীরা!

لِمَ تُحَآجُّونَ فِىٓ إِبْرٰهِيمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ

লিমা তুহা —জ্জু্না ফী~ ইব্রা-হীমা অমা~ উন্যিলাতিত্ তাওরা-তু অল্ ইন্জ্বীলু ইল্লা-মিম্ বা'দিহ্;
কেন ইব্রাহীমকে নিয়া তর্ক করছ? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তার উপরেই নাযিল হয়েছে, তবুও কি

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾ هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا

আফালা- তা'ক্বিলূন্। ৬৬। হা ~ আন্তুম্ হা ~ উ লা — য়ি হা-জ্জ্তুম্ ফীমা- লাকুম্ বিহ 'ইল্মুন্ ফালিমা তুহা — জ্জূ্না ফীমা-
তোমরা বুঝ না? (৬৬) হ্যাঁ, তোমরা ইতোপূর্বে সে ব্যাপারেও তর্ক করেছ, যে ব্যাপারে কিছু জ্ঞান ছিল। কিন্তু যে ব্যাপারে

لَيْسَ لَكُمْ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا

লাইসা লাকুম্ বিহী 'ইল্ম্; অল্লা-হু ইয়া'লামু অআন্তুম্ লা-তা'লামূন্। ৬৭। মা-কা-না ইব্রা-হীমু ইয়াহূদিইয়্যাওঁ
কোন জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ জানেন, কিন্তু তোমরা জান না। (৬৭) ইব্রাহীম না ইহুদী ছিলেন

وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ

অলা-নাছ্রা-নিয়্যাওঁ অলা-কিন্ কা-না হানীফাম্ মুস্লিমা-; অমা- কা-না মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ৬৮। ইন্না
আর না খৃষ্টান, বরং একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন; তিনি তো মুশরিক ছিলেন না। (৬৮) নিশ্চয়ই

(ছঃ)-এর কাছে পাঠায়। তারা এসে দ্বীনের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্যে প্রবল বাদানুবাদ শুরু করে। ইতোমধ্যে মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। এতে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহ্বান জানান এবং নিজেও হযরত ফাতিমা, হযরত আলী এবং ইমাম হাসান-হোসাইনকে সাথে নিয়ে মুবাহালার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শোরাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং সাথীদ্বয়কে বলতে থাকে, তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করার অর্থ আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির জন্য ভিন্ন পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বলল, তোমার মতে মুক্তি কি? সে বলল, আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম। অতঃপর এতেই প্রতিনিধি দল সম্মত হয় এবং মহানবী (ছঃ) তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন। (ইবনে কাসীর)

أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا

আওলান্না-সি বিইব্রা-হীমা লাল্লাযীনাত্ তাবা'উহু অহা-যান্ নাবিয়্যু অল্লাযীনা আ-মানূ;
মানুষের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসারী তারা, এ নবী এবং মুমিনরা ইব্রাহীমের অনুসারী।

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٩﴾ وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ۖ وَمَا

অল্লা-হু অলিয়্যুল্ মু'মিনীন্। ৬৯। অদ্দাত্বত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্ আহ্লিল্ কিতা-বি লাওইয়ুদ্বিল্লূনাকুম্; অমা-
আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু। (৬৯) আহলে কিতাবের একদল তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, কিন্তু তারা নিজেদেরকেই

يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٧٠﴾ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

ইয়ুদ্বিল্লূনা ইল্লা~ আন্ফুসাহুম্ অমা-ইয়াশ্উরূন।৭০। ইয়া~ আহ্লাল্ কিতা-বি লিমা- তাক্ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি
ভ্রান্ত করছে অথচ তারা তা বুঝেই না। (৭০) হে কিতাবের অনুসারীরা আল্লাহর আয়াতকে কেন অস্বীকার করছ?

وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧١﴾ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ

অআন্তুম্ তাশ্হাদূন্। ৭১। ইয়া~ আহ্লাল্ কিতা-বি লিমা তাল্বিসূনাল্ হাক্ব্ক্বা বিল্বা-ত্বিলি অতাক্তুমূনাল্
অথচ তোমরাই তার স্বাক্ষী। ৭(১) হে কিতাবীরা! কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলাও আর গোপন করছ।

৭ ع ৮ ১৫ রুকু

الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٢﴾ وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوا بِالَّذِي

হাক্ব্ক্বা অ আন্তুম্ তা'লামূন্। ৭২। অক্বা-লাত্ ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্ আহ্লিল্ কিতা-বি আ-মিনূ বিল্লাযী ~
সত্যকে, অথচ তোমার জান। (৭২) কিতাবের অনুসারীদের এক দল বলে, মু'মিনদের উপর অবতীর্ণ

أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا اٰخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ

উন্যিলা 'আলাল্লাযীনা আ-মানূ অজ্ব্হা ন্নাহা-রি অক্ফুরূ ~ আ-খিরাহূ লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্জ্বি'উন্।
বিষয়কে দিনের শুরুতে বিশ্বাস কর আর শেষে প্রত্যাখ্যান কর। হয়ত তারা (ইসলাম থেকে) ফিরবে।

﴿٧٣﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ أَنْ يُؤْتٰى

৭৩। অলা-তু'মিনূ~ ইল্লা-লিমান্ তাবি'আ দীনাকুম্ ক্বুল্ ইন্নাল্ হুদা-হুদাল্লা-হি আইঁ ইয়ু'তা~
(৭৩) তোমাদের ধর্মের অনুসারী ছাড়া কাকেও বিশ্বাস করো না। আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই প্রকৃত পথ, আল্লাহর পথ; এজন্য যে,

أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ

আহাদুম্ মিছ্লা মা~ উতীতুম্ আও ইয়ুহা — জ্জ্বকুম্ 'ইন্দা রব্বিকুম্; ক্বুল্ ইন্নাল্ ফাদ্ব্লা বিইয়াদিল্লা-হি,
তোমাদের ন্যায় তাদেরকে দেয়া হবে; অথবা রবের নিকট তারা তর্ক করবে। বলুন, নিশ্চয়ই যাবতীয় দয়া আল্লাহর হাতে,

শানেনুযূলঃ আয়াত-৭২ ঃ মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে ছাইফ, আদী ইবনে যাইদ এবং হারেস ইবনে আউফ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, সকালে মুহাম্মদ (ছঃ) এবং তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে আর সন্ধ্যায় মোর্তাদ বা ধর্মান্তর হয়ে যাবে এবং এটাই বলে দেব যে, আমাদের তৌরাত কিতাবে পাঠ করে এবং আমাদের আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করে যে সকল নিদর্শন জানতে পারলাম তাতে বুঝতে পারলাম যে, মুহাম্মদ (ছঃ) নবী নন। আমাদের এই চালের মাধ্যমে মুসলমানরাও হয়তো স্বধর্ম ত্যাগ করবে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে মুসলমানেরা এ ধোঁকা হতে সাবধান হয়।

يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٤﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ

ইয়ু'তীহি মাইঁ ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু ওয়া-সি'উন্ 'আলীম্। ৭৪। ইয়াখ্‌তাছ্‌ছু বিরহ্‌মাতিহী মাইঁ ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু

যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত, জ্ঞানী। (৭৪) যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত দ্বারা খাছ করে বেছে নেন; আল্লাহ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٥﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ

যুল্‌ফাদ্‌লিল্ 'আজীম্। ৭৫। অমিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি মান্ ইন্ তা''মান্‌হু বিক্বিন্‌ত্বোয়া-রিইঁ ইয়ুআদ্দিহী ~

মহা অনুগ্রহশীল। (৭৫) আর কিতাবের অনুসারীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে রাশি রাশি মাল আমানত রাখলে

إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ

ইলাইকা, অমিন্‌হুম্ মান্ ইন্ তা''মান্‌হু বিদীনা- রিল্ লা-ইয়ুআদ্দিহী ~ ইলাইকা ইল্লা- মা-দুম্‌তা 'আলাইহি

সে ফেরত দেবে; আবার এমনও আছে- আপনি একটি দীনার আমানত রাখলে যতক্ষণ না দাঁড়িয়ে থাকবেন

قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ۖ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

ক্বা — য়িমা-; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বা-লূ লাইসা 'আলাইনা- ফিল্ উম্মিয়্যীনা সাবীলুন্, অইয়াক্বূলূনা 'আলাল্লা-হিল্

ফেরত দেবে না, । কেননা, তারা বলে, অশিক্ষিতদের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব নেই। মূলতঃ তারা জেনেশুনে

الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

কাযিবা অহুম্ ইয়া'লামূন্। ৭৬। বালা-মান্ আওফা- বি'আহ্‌দিহী অত্তাক্বা- ফাইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্

আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। (৭৬) হ্যাঁ, অবশ্যই যে ওয়াদা পালন করে মুত্তাকী হয়, তবে আল্লাহ্ মুত্তাকীদের পছন্দ

الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ

মুত্তাক্বীন্।৭৭। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াশ্‌তারূনা বি'আহ্‌দিল্লা-হি অ আইমা-নিহিম্ ছামানান্ ক্বালীলান উলা — য়িকা

করেন। (৭৭) যারা আল্লাহর সঙ্গেকার ওয়াদা ও নিজেদের শপথকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে

لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

লা-খালাক্বা লাহুম্ ফিল্ আ-খিরাতি অলা-ইয়ুকাল্লিমুহুমুল্লা-হু অলা-ইয়ান্‌জুরু ইলাইহিম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি

এদের কোন অংশ নেই। আল্লাহ তাদের সঙ্গে কিয়ামতে না কথা বলবেন, না সুদৃষ্টি দেবেন, আর না পবিত্র

وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم

অলা-ইয়ুযাক্কীহিম্ অ লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৭৮। অইন্না মিন্‌হুম্ লাফারীক্বাই ইয়াল্‌য়ূনা আল্ সিনাতাহুম

করবেন, তাদের জন্য পীড়াদায়ক আযাব আছে। (৭৮) তাদের মধ্যে একশ্রেণী মুখ বাঁকা করে কিতাব পড়ে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৭৫ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের নিকট একজন কোরেশ বংশীয় লোক দু'হাজার দু'শ আশরাফী বা স্বর্ণ মুদ্রা আমানত রেখেছিল। আমানতদাতা ওগুলো পরে ফেরৎ তলব করার সাথে সাথে তিনি সত্বর ওগুলো উপস্থিত করে দিলেন। আর একজন কোরেশী লোক ফখ্‌খাছ ইবনে আযুরা নামক ইহুদীর নিকট একটি দিনার আমানত রেখেছিল। লোকটি যখন পরে তা ফেরৎ চাইল তখন সে প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল, যারা ইহুদী নয়, তারা মূর্খ, এবং মূর্খদের সম্পদ আত্মসাৎ করা আমাদের জন্য বৈধ এবং শরীয়তের বিধান মতে এতে আমরা দায়ী হব না। এ বিষয়ে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রুহুল-মাআনীতে ইবনে জুরাইজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আইয়ামে জাহিলিয়াতের সময় ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের ক্রয়-

بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ

বিল্ কিতা-বি লিতাহ্সাবূহু মিনাল্ কিতা-বি অমা-হুঅ মিনাল্ কিতা-বি, অইয়াক্বূলূনা হুঅ মিন্

যেন তাকে কিতাবই মনে কর; অথচ তা কিতাবের অংশ নয়; আর তারা বলে, এটা আল্লাহর

عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

'ইনদিল্লা-হি অমা-হুঅ মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি, অইয়াক্বূলূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা অ হুম্ ইয়া'লামূন্।

পক্ষ হতে অথচ ওটা আল্লাহর পক্ষ হতে নয়, তারা জেনে-শুনে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে।

(٧٩) مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ

৭৯। মা-কা-না লিবাশারিন্ আইঁ ইয়ু''তিয়াহুল্লা-হুল্ কিতা-বা অল্ হুক্মা অ নুবুওঁয়্যাতা ছুম্মা ইয়াক্বূলা

(৭৯) কোন ব্যক্তির জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, বিধান ও নবুয়ত দেবেন, আর সে লোকদের বলবে,

لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ

লিন্না-সি কূনূ 'ইবাদা ল্লী মিন্ দূনিল্লা-হি অলা-কিন্ কূনূ রব্বা-নিয়্যীনা বিমা-কুন্তুম্

আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার বান্দা হও বরং (বলবে) সকলেই আল্লাহওয়ালা হও যেহেতু তোমরা

تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ (٨٠) وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا

তু'আল্লিমূনাল্ কিতা-বা অবিমা-কুন্তুম্ তাদ্রুসূন্। ৮০। অলা-ইয়া''মুরাকুম্ আন্ তাত্তাখিযুল্

কিতাব শিক্ষা দিচ্ছ এবং শিক্ষা করছ। (৮০) তিনি নির্দেশ দেবেন না যে, তোমরা ফেরেশ্তা ও নবীদেরকে

৮ ع ৯ ১৬ রুকু

الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ۗ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (٨١) وَاِذْ

মালা — য়িকাতা অ ন্নাবিয়্যীনা আর্বা-বা-; আইয়া''মুরুকুম্ বিল্কুফ্রি বা'দা ইয্ আন্তুম্ মুসলিমূন্। ৮১। অইয্

রবরূপে গ্রহণ কর। সেকি তোমাদের নির্দেশ দেবে কুফরী করতে, এ অবস্থায় যে তোমরা মুসলমান? (৮১) (স্মরণ কর) যখন

اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ

আখাযাল্লা-হু মীছা-ক্বান নাবিয়্যীনা লামা~ আ-তাইতুকুম্ মিন্ কিতা-বিওঁ অহিক্মাতিন্ ছুম্মা জ্বা — য়াকুম্

আল্লাহ নবীদের প্রতিজ্ঞা নিলেন যে, তোমাদেরকে আমি যে কিতাব ও হিকমত দেব, তারপর তোমাদের কাছে যা আছে

رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ۗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ

রাসূলুম্ মুছোয়াদ্দিক্বুল্ লিমা- মা'আকুম্ লাতু'মিনুন্না বিহী অ লাতান্ছুরুন্নাহ্; ক্বা-লা আআক্বরার্তুম্ ওয়া আখায্তুম্

তার সমর্থকরূপে রাসূল আসবে, তখন তাকে বিশ্বাস ও সাহায্য করবে। বললেন, তোমরা স্বীকার করলে? আর এ ব্যাপারে

রাসূলুল্লাহ বিক্রয় সংক্রান্ত মু'আমালা চলতে ছিল। কিন্তু পরে কোরেশী কাফেরদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়ে যায়, তাঁরা যখন পূর্ব লেন-দেনের কথা উত্থাপন করেন তখন সে মহাজন ইহুদীরা বলে ওঠে, "আমাদের নিকট না তোমাদের কোন আমানত আছে, আর না আমরা তোমাদের প্রাপ্য শোধ করব; যেহেতু তোমরা স্ব-ধর্ম ত্যাগ করেছ' এবং আরও বলতে লাগল যে, এ আদেশ আমাদের তৌরাতে আছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, "তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। শানেনুযূল- আয়াতঃ ৭৯ঃ ঘটনা ইহুদী আলেমরা এবং নাজরানের ঈসায়ীরা নবী করীম (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন ইহুদীরা বলল, "হে মুহাম্মদ! তোমার আকাঙ্ক্ষা কি আমরা তোমার ইবাদত শুরু করি, যেমন খৃস্টানরা ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত

عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۞

'আলা- যা-লিকুম্ ইছ্রী; ক্বা-লূ ~ 'আক্ব্রার্না-; ক্বা-লা ফাশ্হাদূ অ আনা মা'আকুম্ মিনাশ্ শা-হিদীন্।

আমার ওয়াদা কি গ্রহণ করলে? তারা বলল, স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, সাক্ষী থাক তোমাদের সঙ্গে আমিও সাক্ষী রইলাম।

۸۲ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۞ ۸۳ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ

৮২। ফামান্ তাওয়াল্লা-বা'দা যা-লিকা ফাউলা — য়িকা হুমুল্ ফা-সিক্বূন্। ৮৩। আফাগাইরা দীনিল্লা-হি ইয়াব্গূনা

(৮২) এর পরেও যারা অমান্য করবে তারাই ফাসেক। (৮৩) আল্লাহর দ্বীন ছাড়া তারা কি অন্য দ্বীন চায়? অথচ তাকেই

وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۞ ۸۴ قُلْ

অলাহূ ~ আস্লামা মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি ত্বোয়াও'আওঁ অ কারহাওঁ অইলাইহি ইয়ুর্জা'উন্। ৮৪। ক্বুল্

মানছে আসমান যমীনের সব কিছু ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁর সমীপে সবাই ফিরবে। (৮৪) বলুন,

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ

আ-মান্না- বিল্লা-হি অমা ~ উন্যিলা 'আলাইনা- অমা ~ উন্যিলা 'আলা ~ ইব্রা-হী-মা অ ইসমা-'ঈলা অ ইসহা-ক্বা অ

আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও আমাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয় এবং যা কিছু নাযিল হয়েছে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,

يَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا

ইয়া'ক্বূবা অল্ আসবা-ত্বি অমা ~ ঊতিয়া মূসা- অ'ঈসা- অন্নাবিয়্যূনা মির্ রব্বিহিম্ লা-

ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ বিষয় আর যা মূসা, ঈসা ও নবীদেরকে রবের পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে-

نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۞ ۸۵ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ

নুফার্রিক্ব বাইনা আহাদিম্ মিন্হুম্ অনাহ্নু লাহূ মুসলিমূন্। ৮৫। অমাইঁ ইয়াব্তাগি গাইরাল্ ইসলা-মি

তাদের মাঝে পার্থক্য করি না; আমরা তাঁরই অনুগত। (৮৫) আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন অন্বেষণ করে

دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞ ۸۶ كَيْفَ يَهْدِى

দীনান্ ফা লাইঁ ইয়ুক্ব্বালা মিন্হু, অহুঅ ফিল্ আ-খিরাতি মিনাল্ খা-সিরীন্। ৮৬। কাইফা ইয়াহ্দিল

তা কখনও কবূল করা হবে না, আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৮৬) আল্লাহ্ কিভাবে হেদায়েত

اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ

লা-হু ক্বাওমান্ কাফারূ বা'দা ঈমা-নিহিম্ অশাহিদূ ~ আন্নার্ রাসূলা হাক্ব্কুঁও অজ্বা — আহুমুল্

দেবেন এমন সম্প্রদায়কে যারা ঈমান গ্রহণ, রাসূলকে সত্যরূপে সাক্ষ্যদান এবং স্পষ্ট নিদর্শন আসবার

করে?(ছঃ) বললেন, তওবা নাউযু বিল্লাহ, আমি তো বলছি, তোমাদের মধ্যে যেরূপ দীনদারী ছিল, অর্থাৎ আসমানী কিতাব পাঠ করতে এবং শিক্ষা দিতে এবং তদনুযায়ী আমল করতে, এখন তোমরা আমার সংস্পর্শে থেকে পুনরায় সেই উৎকর্ষতা অর্জন কর; যাতে তোমাদের পরকালের অবস্থাও ঠিক হয়ে যেত। তখন আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত হাসান (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর সমীপে আবেদন করল, "আমরা তো কেবল আপনাকে সালামই করি, যেরূপ সালাম আমরা সচরাচর পরস্পরের মধ্যে করে থাকি, আমরা কি আপনাকে সেজদা করব না? যদ্দারা আপনি আমাদের মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে থাকেন।" রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এতে বাধা দিয়ে বললেন, কখনও না বরং তোমরা আপন নবীর সম্মান কর এবং হক্বদারের হক্ব নিরীক্ষণ করে লও। কেননা, আল্লাহ ছাড়া আর কাকেও সেজদা করা দুরস্ত নয়। শানেনুযূল- আয়াত ৮৬ ঃ আনসারীদের এক ব্যক্তি মুতাদ হয়ে গিয়েছিল। আর

الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٧ اُولٰۗىِٕكَ جَزَاۗؤُهُمْ اَنَّ

বাইয়্যিনাত, অল্লা-হু লা- ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাজ্জোয়া-লিমীন্। ৮৭। উলা —য়িকা জ্বাযা —যুহুম্ আন্না

পরেও কুফুরী করে। আল্লাহ্ জালিম কাওমকে কখনও হিদায়েত করেন না। (৮৭) এদের প্রতিদান হল, নিশ্চয়ই

عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰۗىِٕكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝٨٨ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ

'আলাইহিম্ লা'নাতাল্লা-হি অল্‌মালা —য়িকাতি অন্না-সি আজ্‌মা'ঈন্। ৮৮। খা-লিদীনা ফীহা-, লা-ইয়ুখাফ্‌ফাফু

তাদের প্রতি আল্লাহর লানত আর ফেরেশতা ও সকল মানুষের। (৮৮) ওতে চিরকাল থাকবে; না তাদের আযাব

عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝٨٩ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

'আন্‌হুমুল্ 'আযা-বু অলা-হুম্ ইয়ুন্‌জোয়ারূন্। ৮৯। ইল্লাল্লাযীনা তা-বূ মিম্ বা'দি যা-লিকা

কমানো হবে, আর না তাদের অবকাশ দেয়া হবে। (৮৯) তবে তাদের ছাড়া যারা তাওবা করে

وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٩٠ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ

অআছ্‌লাহূ ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৯০। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ বা'দা ঈমা-নিহিম্

এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৯০) যারা ঈমানের পর কুফুরী করে এবং

ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الضَّاۗلُّوْنَ ۝٩١ اِنَّ الَّذِيْنَ

ছুম্মাযْদা-দূ কুফ্‌রাল্লান্ তুক্‌ব্‌বালা তাওবাতুহুম্, অউলা —য়িকা হুমুদ্ব দ্বোয়া —লূন্। ৯১। ইন্নাল্লাযীনা

কুফুরীতে বাড়াবাড়ি করে, তাদের তাওবা কখনও কবূল হবে না, এরাই প্রকৃত পথভ্রষ্ট। (৯১) নিশ্চয়ই যারা

كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ

কাফারূ অমা-তূ অহুম্ কুফ্‌ফা-রুন্ ফালাই ইয়ুক্‌ব্‌বালা মিন্ আহাদিহিম্ মিল্‌উল্ আর্‌দ্বি

কাফের এবং কাফের অবস্থায় মারা যায়, মুক্তির জন্য কারোর নিকট থেকে বিনিময়ে দুনিয়া ভর সোনাও

৯ ع ১১ ১৭ রুকু

ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

যাহাবাওঁ অলাওয়িফ্ তাদা-বিহ্; উলা —য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীমুওঁ অমা-লাহুম্ মিন্ না-ছিরীন্।

গৃহীত হবে না,। এদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব এবং এদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত তোমা ও হারেছ নামক দু ব্যক্তি মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তারা লজ্জিত হয়ে আপন গোত্রের লোকদেরকে বলল, তোমরা হুযুর (ছঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে দেখ, আমাদের জন্য তওবা করার কোন পথ আছে কি না? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এ আয়াত লিপিবদ্ধ করে তাদের স্ব-গোত্রীয় লোকদের নিকট পাঠিয়ে দিলে তারা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন।

শানেনুযূল ঃ আয়াত -৯০ ঃ হযরত ক্বাতাদাহ ও হযরত হাসান (রাঃ) বলেছেন, ইহুদী-নাসারারা প্রথমে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও চারিত্রিক আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু পরে অস্বীকার করে এবং কুফরীর উপর দৃঢ় হয়ে যায়, এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়।– ফতহুল বায়ান। উপলব্ধি ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফিদইয়ার কথা উল্লেখ করে এরশাদ করেন যে, যারা কুফরীর উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয় তারা যদি জমিনভর স্বর্ণও ফিদইয়া দেয়, তবু কোন লাভ হবে না, যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে জাদআন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(ছঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সে মেহ্‌মানদারী করে, কয়েদীদের মুক্ত করে, অভাবীদের আহার করায়, এসব কি তার কোন কাজে আসবে না, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, না, যেহেতু সে একদিনও বলেনি যে, হে আল্লাহ! আমাকে কেয়ামতের দিন মাফ করে দিও। এতে বুঝা গেল যে, কাফেররা দুনিয়ায় খয়রাত করুক আর আখেরাতে ফিদইয়া দিক, কোন কিছুই তাদের কোন কাজে আসবে না। আয়াত-৯১ ঃ টীকা ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন জাহান্নামীকে কিয়ামতের দিন যখন বলা হবে, গোটা পৃথিবীটাই সামগ্রিকভাবে যদি তোমার আছে ধরে লওয়া হয়, তবে এই শাস্তি হতে নাজাত লাভের জন্য বিনিময়স্বরূপ তার সবই দিয়ে দিবে তো? তখন সে উত্তরে হ্যাঁ বলবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, পৃথিবীতে এরচেয়ে অনেক সহজ কাজই তোমার নিকট চেয়েছিলাম। তোমার পিতা আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে বের করে তোমার নিকট হতে স্বীকৃতি নিয়েছিলাম? আমার সাথে কাকেও অংশিদার সাব্যস্ত না করার, কিন্তু তা তুমি রক্ষা করলে না এবং শরীক করা হতে বিরত থাকলে না।